অক্টোবর মাস: জপমালা রাণীর মাস

প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৭ ❖ ১৫ - ২১ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

# বিশ্ব প্রেরণ রবিবার

২২ অক্টোবর, ২০২৩

## মূলভাব : "জ্বলমান হৃদয়, চলমান পদক্ষেপ" (লুক ২৪: ১৩-৩৫)

## যিশু ও আমাদের প্রেরণকর্ম

# কৃতিত্ব

আমাদের একমাত্র আদরের কন্যা লিয়া তেরেজা কস্তা (মামনি) বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ২০১৯ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৩.৯১ (স্কেল ৪.০০) এবং স্নাতকোত্তর (সম্মান) ২০২০ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ ৪.০০ (স্কেল ৪.০০) পেয়ে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। অত্যন্ত ভালো ফলাফলের স্বীকৃতিস্বরূপ আমাদের কন্যা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নীলা বৃত্তি, মামুনা খাতুন মেমোরিয়াল বৃত্তি, মুস্তাফিজুর রহমান খান-সালেহা খানম মেমোরিয়াল বৃত্তি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীনে ট্যালেন্টপুল মেধা বৃত্তি অর্জন করেছে; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান কর্তৃক একাধারে ২ বছর (২০২১ ও ২০২২ খ্রিস্টাব্দ) অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষার ফলাফলের স্বীকৃতিস্বরূপ অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী মেধাবী শিক্ষার্থীদের সৌজন্যে উপাচার্য ভবন লনে মাননীয় উপাচার্য ও অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথে চা-চক্র ও মহা মিলনমেলায় আমন্ত্রিত হয়েছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের বিরল সম্মাননায় ভূষিত হয়েছে; সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী হিসেবে ডিন'স মেরিট অ্যাওয়ার্ড (DEAN'S Merit Award) অর্জন করেছে; এছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ফলস্বরূপ The BRONZE STANDARD OF THE DUKE OF EDINBURGH'S আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে।

বর্তমানে লিয়া বাংলাদেশের স্বনামধন্য উন্নয়নমূলক সংস্থা কারিতাস বাংলাদেশের প্রোগ্রাম সেক্টরে কর্মরত আছে। আমাদের মা-মনির সাফল্যে আমরা অত্যন্ত গর্বিত এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ও সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাগণদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ও চির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। লিয়ার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উদ্দেশে সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করি এবং সকলের আশীর্বাদ কামনা করি।

মা ও বাবা: ঝুনু ম্যাগডেলিনা গমেজ ও লিটন জেমস্ কস্তা
স্বামী: পিয়াল চার্লস রোজারিও

বিজ্ঞ/৩১১/২৩

# চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকীতে তোমায় শ্রদ্ধাঞ্জলি

তোমার চিরবিদায়ের চতুর্থ বার্ষিকীতে উপনীত হয়েও আমাদের হৃদয়ে আজও তুমি অম্লান। এক মুহূর্তের জন্যেও তোমাকে ভুলে থাকতে পারি না আমরা। তোমার বিয়োগ ব্যথায় প্রতিনিয়ত কাতর চিত্তে অশ্রুসজলে ভাসিয়ে দেই আমাদের দু'নয়ন। ঈশ্বরের পরম ইচ্ছেই তোমাকে কতটা ভালোবেসে তিনি তাঁর রাজ্যে তোমাকে তুলে নিয়ে গেলেন। আমরা বিশ্বাস করি তুমি আজ স্বর্গের অনন্ত রাজ্যে চিরসুখে রয়েছ। তুমি চলে গেলেও তোমার গড়া সংসারে তোমার স্মৃতিগুলো এখনও দীপ্তমান। তুমি আমাদের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করো যেন আমরা তোমার আদর্শগুলো আকড়ে ধরে এগিয়ে চলতে পারি। আজ তোমার চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনায় তুমি রয়েছ, থাকবে অনন্তকাল।

**প্রয়াত স্বপ্না ম্যাগডেলিন পেরেরা**
জন্ম: ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৫ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
যাকোব মাষ্টার বাড়ী, পুরান তুইতাল
তাসুল্লা, বাংলাবাজার, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

**শোকার্তচিত্তে তোমারই প্রিয়জন**
স্বামী : জর্জ রঞ্জিত পেরেরা
মেয়ে : প্রথমা পেরেরা
বড় ছেলে : প্রয়াস পেরেরা
ছোট ছেলে : প্রতাপ পেরেরা
ভাই : ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ
ও শোকাহত স্বজনবৃন্দ।

বিজ্ঞ/৩১০/২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ৩৭
১৫ - ২১ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
৩০ আশ্বিন - ০৫ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

**সম্পাদক**

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**

সংগৃহীত

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
**E-mail :**
wklypratibeshi@gmail.com
**Visit:** www.weekly.pratibeshi.org

**মূল্য : ১০ টাকা মাত্র**

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

## সম্পাদকীয়

# প্রেরণকর্মে সকলের অংশগ্রহণ সক্রিয় হোক

মণ্ডলীর অস্তিত্ব তাঁর মিশনারী কাজ বা প্রেরণ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই জগতে প্রকাশিত হয়। তাই মণ্ডলী মিশনারী কর্মকাণ্ডকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বপ্রেরণ রবিবার উদ্‌যাপন করে। বিশ্ব প্রেরণ দিবস প্রতি বছর পালিত হয় অক্টোবর মাসের শেষ রবিবারের আগের রবিবারে। এ বছর তা পালিত হবে ২২ অক্টোবরে। এই দিবসে আমরা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করি সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীকে যারা তাদের জীবন সাক্ষ্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করে মঙ্গলবাণীর উদার ও আনন্দময় প্রেরণকর্মী হতে, আমাদের দীক্ষা গ্রহণের প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়ন করতে। বিশেষভাবে স্মরণ করি সেই সব মিশনারী ভাইবোনদের, যারা মঙ্গলবাণী প্রচারার্থে তাদের আপন দেশভূমি ও পরিবার পরিজন ত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবাণী; যে ঐশ আশির্বাদের জন্য অসংখ্য মানুষের প্রাণ তৃষিত, তা যেন অতি তাড়াতাড়ি ও নির্ভীকভাবে প্রতিটি দেশ ও শহরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়তে পারে সেই জন্যই মিশনারীদের এই অবিরাম যাত্রা।

মিশনারী এই যাত্রায় আমরা সকলে অংশগ্রহণের নিমন্ত্রণ পেয়েছি। কেননা প্রেরণ কর্মভার পুনরুত্থিত প্রভু দ্বারা খ্রিস্টমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত হয়েছে সকল মানুষ ও জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য, এমনকি জগতের শেষদিন পর্যন্ত তা করার জন্য। প্রত্যেকেরই সুসমাচার পাওয়ার অধিকার আছে। কাউকে বাদ না দিয়ে সেই সুসমাচার প্রচার করা প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তের দায়িত্ব। তাই মঙ্গল কাজ ও মঙ্গলবাণী প্রচার- প্রসারের কাজ শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় বক্তিবর্গের জন্য নয়। তা সবার জন্য উন্মুক্ত।

বিশ্ব প্রেরণ রবিবার ২০২৩ উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তাঁর বাণীতে আমাদের বলেন 'এই প্রেরণমুখী আন্দোলনে আমরা সবাই কোন না কোনভাবে অবদান রাখতে পারি: আমাদের প্রার্থনা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে, বৈষয়িক দানকর্ম ও আমাদের কষ্টের দানের মাধ্যমে এবং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনসাক্ষ্যের মাধ্যমে। খ্রিস্টে দীক্ষিত সকল ব্যক্তি কোনভাবেই প্রেরণকাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। দীক্ষার গুণে বিনা মূল্যে বিশ্বাসের যে দান লাভ করা হয়েছে তা সবার সাথে সহভাগিতা করার একটি স্পৃহা জাগ্রত হোক সকল খ্রিস্টভক্তের হৃদয়ে। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে প্রভু যিশুকে আমরা শুধু নিজের জন্য রেখে দিতে পারি না। পৃথিবীতে পরিবর্তন আনা ও সৃষ্টিকে যত্ন করার মধ্য দিয়েই মণ্ডলীর প্রেরণ কাজের একাগ্রতা ও সর্বজনীনতার সাথে আমি একাত্ম হতে পারি।

আজ প্রেরণকর্মে বড় বেশি প্রয়োজন স্বতঃস্ফূর্ততা। নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর এবং বিশেষভাবে যুবদের মাঝে প্রেরণকাজ বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ততা আসুক। বর্তমান সময়ে যুবরা পথে-ঘাটে যেকোন স্থানে বর্তমান সময়ের মিডিয়া ব্যবহার করে বাণী প্রচারকের ভূমিকা পালন করতে পারে। বিদেশী নয় স্থানীয় মনোভাব নিয়ে এবং স্থানীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিকে মূল্য- সম্মান দিয়ে যিশুর প্রেরণকাজে আমরাও অংশ নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। কেননা মিশনকর্ম শুধু দূরদেশে গিয়ে বাণীপ্রচার করার কাজেই সীমাবদ্ধ নয় নিজ মাতৃভূমিতেও প্রেরণকাজ করার সুযোগ আছে। বর্তমান কঠিন বাস্তবতায় বাংলাদেশ মণ্ডলীতে স্বদেশী মিশনারীদের অংশগ্রহণ ও স্বতঃস্ফূর্ততা আরো বেশি প্রয়োজন। একসময়ে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে যাজক ও খ্রিস্টভক্তগণ একত্রে মিলিত হয়ে প্রভুর ভালেবাসার সুসমাচার জানাতে ব্যগ্র ছিলেন। অতীতের বিভিন্ন মিশনারী ধর্মসংঘ যথা আগষ্টিনিয়ান, জেজুইট, ফ্রান্সিসকান, পবিত্র ক্রুশ সংঘ সহ বর্তমান সময়ের পিমে, অবলেট, জেভেরিয়ান, সালেসিয়ান ধর্মসংঘগুলো ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের সাথে একাত্ম হয়ে বিভিন্ন সেবাকাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে প্রেরণকাজে সম্পৃক্ত আছেন। বর্তমানের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে মনে হচ্ছে সুসমাচার ও সেবা কাজের ব্যগ্রতা যেন ধীরে ধীরে স্তিমিত হচ্ছে। তাইতো স্বভূমে স্বদেশী মহান মিশনারী দোম আন্তনীও'র মতো বেশ কিছু ক্যাটেখিস্ট/ ধর্মশিক্ষক যেমন জন গমেজ, রাম ভিনসেন্ট হাসদা, অনিল গ্রেগরী, রশনি কান্ত রায়, তারা কান্ত দাস, জন গমেজ, অরুণ খালকো, নানক বাবু প্রমুখ ব্যক্তিত্ব সুসমাচার প্রকাশে নির্ভীক ও সাহসী ছিলেন। বর্তমানে এর সংখ্যা তলানিতে ঠেকলেও প্রযুক্তির মধ্যদিয়ে অনেকেই চেষ্টা করছেন সত্যবাণীকে তুলে ধরতে।

বর্তমান সময়ে যিশুর মঙ্গলবাণী ছড়িয়ে দেওয়ার সাথে যিশুর মতো মঙ্গল কাজ করাটাও প্রেরণ কাজের অংশ। ঘরে-বাইরে, অনলাইন-অফলাইন সবখানেই আমরা প্রেরিত হয়েছি মঙ্গলবাণী ও মঙ্গল কাজ ছড়িয়ে দিতে। সে মঙ্গলকাজ ও বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে সকলেই সক্রিয় থাকি সর্বদা। †

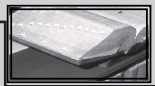

বাস্তবিক অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্পজনই মনোনিত। -মথি :২২:১৪

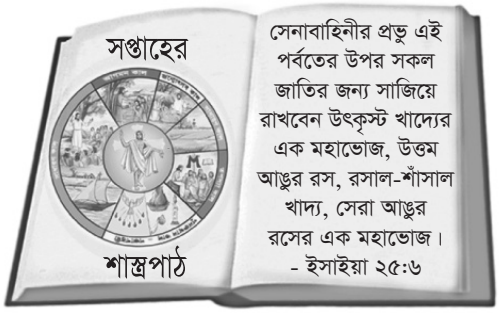


## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৫ - ২১ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

**১৫ অক্টোবর, রবিবার**
ইসা ২৫: ৬-১০ক, সাম ২৩: ১-৬, ফিলি ৪: ১২-১৪, ১৯-২০, মথি ২২: ১-১৪ (সংক্ষিপ্ত ১-১০)
আভিলার সাধ্বী তেরেজা, চিরকুমারী ও আচার্য, স্মরণ
(আগামী রবিবার বিশ্ব প্রেরণ রবিবার - দান সংগ্রহের ঘোষণা)

**১৬ অক্টোবর, সোমবার**
***সাধু হেডভিগ, সন্ন্যাসব্রতী***
***সাধ্বী মার্গারেট মেরী আলাকুক, কুমারী***
রোমীয় ১: ১-৭, সাম ৯৮: ১-৪, লুক ১১: ২৯-৩২

**১৭ অক্টোবর, মঙ্গলবার**
আন্তিয়োখের সাধু ইগ্নেশিউস, বিশপ ও ধর্মশহীদ, *স্মরণ দিবস*
রোম ১: ১৬-২৫, সাম ১৯: ১-৫, লুক ১১: ৩৭-৪১

**১৮ অক্টোবর, বুধবার**
**সাধু লুক, সুসমাচার রচয়িতা, *পর্ব***
২ তিম ৪: ১০-১৭, সাম ১৪৫: ১০-১৩, ১৭-১৮, লুক ১০: ১-৯

**১৯ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার**
সাধু জন দ্যা ব্রেউফ এবং সঙ্গীগণ, ধর্মশহীদ
***ক্রুশভক্ত সাধু পল, যাজক***
রোম ৩: ২১-৩০ক, সাম ১৩০: ১-৬, লুক ১১: ৪৭-৫৪

**২০ অক্টোবর, শুক্রবার**
রোম ৪: ১-৮, সাম ৩২: ১-২, ৫, ১১, লুক ১২: ১-৭
+ ১৯৮৭ সি. মেরী রোজলিন, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফা. মারিনো রিগন, এসএক্স (খুলনা)

**২১ অক্টোবর, শনিবার**
রোম ৪: ১৩, ১৬-১৮, সাম ১০৫: ৬-৯, ৪২-৪৩, লুক ১২: ৮-১২

## প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

**১৫ অক্টোবর, রবিবার**
+ ১৯৪৫ সিস্টার জেভিয়ার এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

**১৬ অক্টোবর, সোমবার**
+ ১৯৬২ সিস্টার এম. ইউজিন গ্রেনিয়ের আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৯ মাদার আল্‌ফন্স লাটোর এলইচসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৮ ব্রাদার রনাল্ড এফ. ড্রাহজাল সিএসসি (ঢাকা)

**১৭ অক্টোবর, মঙ্গলবার**
+ ১৯৯১ সিস্টার মেরী ফ্রান্সিস এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১০ ফাদার ব্রুনো আলদো লিয়ার্নিয়েরো এসএক্স (খুলনা)

**১৮ অক্টোবর, বুধবার**
+ ১৯৯৯ ফাদার ফ্রান্সিস তোমাজেল্লী এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৭ ফাদার সান্দ্রো জাকোমেল্লী পিমে (দিনাজপুর)

**১৯ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার**
+ ১৯৬২ ব্রাদার বেনেডিক্ট ডেঞ্চ সিএসসি (চট্টগ্রাম)

**২০ অক্টোবর, শুক্রবার**
+ ১৯৮৭ সিস্টার মেরী রোজলিন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফাদার মারিনো রিগন এসএক্স (খুলনা)

**২১ অক্টোবর, শনিবার**
+ ১৯৪৫ সিস্টার এম. জন দ্যা বাপ্টিস্ট আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৫ সিস্টার এম. অলগা হিউজ সিএসসি
+ ১৯৮৯ সিস্টার করমারীয়া এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ ফাদার ফ্রান্সেসকো ভিল্লা এসএক্স (খুলনা)
+ ১৯৯৯ ফাদার যোসেফ কুকালে এসজে
+ ২০০৪ ফাদার পিটার রোজারিও (ঢাকা)

# খ্রীষ্টের একক যাজকত্ব

## প্রভুতে বিবাহ

**১৬১২:** ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর জনগণ ইস্রায়েলের বৈবাহিক সন্ধি, নব ও শাশ্বত সন্ধির পথ প্রস্তুত করেছে, যেখানে ঈশ্বর-পুত্র মানবদেহ ধারণ ক'রে, তাঁর জীবন দান ক'রে, সমস্ত মানবজাতিকে তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ দিয়ে তার মধ্যে একপ্রকার একাত্ম করেছেন, এবং এভাবে, "মেষশাবকের বিবাহ-উৎসব" প্রস্তুত করেছেন।

**১৬১৩:** যীশু তাঁর প্রকাশ্য জীবনের শুরুতে, তাঁর মাতার অনুরোধে, বিবাহ-উৎসবে তাঁর প্রথম অলৌকিক নিদর্শন সম্পন্ন করেন। কানা নগরের বিয়ে বাড়ীতে যীশুর উপস্থিতিকে খ্রীষ্টমণ্ডলী বিশেষ গুরুত্ব দেয়। খ্রীষ্টমণ্ডলী এই ঘটনাকে বিবাহের মঙ্গলময়তার স্বীকৃতিস্বরূপ গণ্য করে, এবং ঘোষণা করে যে, এখন থেকে বিবাহ হবে খ্রীষ্টের উপস্থিতির ফলপ্রসূ চিহ্ন।

**১৬১৪:** আদি থেকেই সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনায় নর-নারীর মিলনের যে মূল অর্থ ছিল যীশু তাঁর প্রচারে সেই একই শিক্ষা দিয়েছেন: কারও স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার যে অনুমতি মোশী দিয়েছিলেন তা ছিল 'অন্তরের কাঠিন্যের' জন্য ছাড়স্বরূপ। আসলে নর-নারীর বৈবাহিক মিলন অবিচ্ছেদ্য: ঈশ্বর তা নিজেই স্থির করে দিয়েছেন, "ঈশ্বর যা সংযুক্ত করেছেন, মানুষ তা যেন বিযুক্ত না করে"।

**১৬১৫:** বিবাহ বন্ধনের অবিচ্ছেদ্যতার উপর যে দ্ব্যর্থহীন দৃঢ়তা তা হয়তো অনেককে অবাক করে, এবং বাস্তবে অসম্ভব একটা দাবী বলে অনেকে মনে করে। কিন্তু যীশু তো দম্পতিদের উপর দুর্বহ বা অতিরিক্ত কোন বোঝা চাপিয়ে দেননি, যা মোশীর বিধানের চেয়েও ভারী। পাপ দ্বারা ব্যাহত সৃষ্টিকে আদি ব্যবস্থায় পুনরুদ্ধার করার জন্য তিনি নিজেই ঐশরাজ্যের নতুন দর্শনে বিবাহ- জীবন যাপন করার জন্য শক্তি ও অনুগ্রহ দান করেন। খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে, নিজেদের অস্বীকার ক'রে, নিজ নিজ ক্রুশ বহন ক'রে দম্পতিরা বিবাহের আদি অর্থ 'গ্রহণ' করতে সক্ষম হবে এবং খ্রীষ্টের সাহায্যে জীবনযাপন করতে পারবে। খ্রীষ্টীয় বিবাহের এই অনুগ্রহ খ্রীষ্টের ক্রুশেরই ফল, যা সকল খ্রীষ্টীয় জীবনের উৎস।

**১৬১৬:** এই বিষয়টাই সাধু পল স্পষ্ট করে তুলে ধরেন: "স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালবাস, খ্রীষ্টও যেমন মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপেই দান করলেন. ...তাকে পবিত্র ক'রে তোলার জন্য।" সেই সঙ্গে তিনি যোগ দিয়ে বলেন, "এ জন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ত্যাগ ক'রে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জনে একদেহ হবে। এ রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রেই একথা বললাম"।

**১৬১৭:** সমগ্র খ্রীষ্টীয় জীবন খ্রীষ্টের ও মণ্ডলীর এই বর-বধূর ভালবাসার চিহ্ন বহন করে। ঐশ জনগণের মধ্যে প্রবেশসরূপ ইতিমধ্যে প্রাপ্ত দীক্ষাস্নান একটি বৈবাহিক-রহস্য; বলতে গেলে এ যেন বিবাহের স্নান, যার পরে অনুষ্ঠিত হয় বিবাহের ভোজ উৎসব, অর্থাৎ খ্রীষ্টপ্রসাদ। খ্রীষ্টীয় বিবাহ, নিজের দিক থেকে একটি ফলপ্রসূ চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর মধ্যকার সন্ধির সংস্কারীয় চিহ্ন। বিবাহ কৃপার চিহ্ন, আর তা কৃপা দান করে বলে দীক্ষাস্নাত ব্যক্তিদের মধ্যকার বিবাহ বাস্তবিকই নবসন্ধির সংস্কার॥

# নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

## নটর ডেম কলেজ ময়মনসিংহ

**পদসমূহঃ খণ্ডকালীন প্রভাষক** - রসায়ন ও আইসিটি।

**যোগ্যতা:** প্রার্থীকে সরকারী অনুমোদিত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ০৪ বছর মেয়াদী সম্মানসহ মাস্টার্স ডিগ্রীধারী হতে হবে। শিক্ষাস্তরের যে কোন ক্ষেত্রে ন্যূনতম **১ম বিভাগ/শ্রেণি বা জিপিএ/সিজিপিএ ৩.০০** থাকতে হবে।

**পদসমূহঃ প্রদর্শক** - পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন।

**যোগ্যতা:** প্রার্থীকে সরকারী অনুমোদিত যে কোন কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে বি.এসসি ডিগ্রীধারী হতে হবে। ন্যূনতম **২য় বিভাগ/শ্রেণি বা জিপিএ/সিজিপিএ ২.৫০** থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, কলেজের নিজস্ব বিধি ও বেতন স্কেল মোতাবেক নিয়োগ দেওয়া হবে। শুধুমাত্র বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য আহবান করা হবে। আগামী **১৯-১০-২০২৩** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং জীবন বৃত্তান্তসহ আবেদনপত্র নিম্নের ঠিকানায় সরাসরি, কুরিয়ার বা ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে।

**অধ্যক্ষ**
**নটর ডেম কলেজ ময়মনসিংহ**
**পি.ও বক্স-৩৬, বাড়েরা, ময়মনসিংহ-২২০০**
**ফোন: ০১৮১৪৬৩৩১১১, ০১৯৮৭০০৯১০০**

বিজ্ঞ/৩১৮/২৩

# জমি বিক্রয়! জমি বিক্রয়!

জমি বিক্রি মোংলা বন্দর ডিগরাজ শিল্প এলাকায় মোংলা-খুলনা-ঢাকা রোড সংলগ্ন পূর্ব পাশে পাকা এক বিঘা (৫২ শতাংশ) নিষ্কন্টক জমি অতি সত্তর বিক্রয় হইবে। গুরুত্বপূর্ণ এই জমিতে এখনই যে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ধরনের অফিস, সুপার মার্কেট, আন্তর্জাতিক মানের হোটেল রেস্তোরাঁ উপযোগী। প্রকৃত **ক্রেতাগণ নিম্নে যোগাযোগ করুন।**

**ফোন : ০১৯২০-৮২০১৩১**

বিজ্ঞ/৩১৯/২৩

# ২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

## বাসন্তী মারীয়া গমেজ

**জন্ম: ৩০ নভেম্বর, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ**
**মৃত্যু: ২১ অক্টোবর, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ**
**গ্রাম: দড়িপাড়া, পো: অ: তুমিলিয়া**
**উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।**

**"...তারা আর মরতে পারে না, কারণ তারা স্বর্গদূতদের মতো, মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছে বলে তারা ঈশ্বরের সন্তান। -*(লুক ২০:৩৬)*"**

**মাসী,**

দেখতে দেখতে ২৪টি বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পিতার স্নেহাশ্রমে পরম দেশে চলে গেছ। তোমার শূন্যতা ও অভাব আমরা আজও অনুভব করি। জীবনে আমরা অনেক কিছুই অর্জন করেছি কিন্তু তুমি আজ আর আমাদের সাথে নেই। বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি তুমি পরম পিতার কাছে আছ এবং তুমি সবকিছুই দেখছ। তোমার স্নেহ, ভালবাসা ও আদর যা আমাদের পাথেয়। স্বর্গ থেকে প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর যেন তোমাকে ধারণ করে এবং তোমার আদর্শকে লালন করে চলতে পারি এবং জীবন শেষে আমরা যেন তোমার সাথে পরম করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমার আত্মার চির শান্তি কামনায়-

**তোমারই সন্তানেরা,**
**অমৃতা রোজারিও এবং শিল্পী রোজারিও**
**আশীষ রোজারিও এবং লাভলী রোজারিও**
**বাবু ফ্রান্সিস ও রিয়া রোজারিও**
**নাতনীরা: আরিয়ানা, অ্যাবিগেল এবং জেনেসিস রোজারিও**
**ফার্মগেট, ঢাকা।**

বিজ্ঞ/৩২০/২৩

# বিশ্ব প্রেরণ রবিবার ২০২৩-উপলক্ষে পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

## *জ্বলমান হৃদয়, চলমান পদক্ষেপ (লুক ২৪: ১৩-৩৫)*

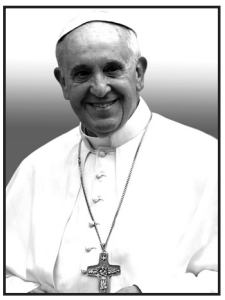

**প্রিয় ভাই ও বোনেরা,**

লুক রচিত মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত *(দ্রঃ লুক ২৪: ১৩-৩৫)* এম্মাউসের পথে দু'জন শিষ্যের ঘটনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমি এ বছর বিশ্ব প্রেরণ দিবসের এই মূলভাব বেছে নিয়েছি : "জ্বলমান হৃদয়, চলমান পদক্ষেপ"। সেই শিষ্য দু'জন ছিলেন বিভ্রান্ত ও হতাশ, অথচ কথোপকথনে ও রুটি ভাঙ্গনে খ্রিস্টের সাথে সাক্ষাৎ তাদের হৃদয়ের মধ্যে এমন একটা ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা জ্বালিয়ে দিয়েছিল যার ফলে তারা জেরুশালেমের পথে পুনরায় যাত্রা করেন এবং ঘোষণা করেন যে প্রভু সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন। মঙ্গলসমাচারের বর্ণনাতে শিষ্য দু'জনের মধ্যে এই পরিবর্তনকে আমরা বুঝতে পারি প্রকাশধর্মী কিছু প্রতিচ্ছবির মধ্য দিয়ে : *তাদের অন্তরে একটা আগুন জ্বলছিল* যখন যিশু শাস্ত্রের অর্থ তাদের কাছে বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, *তাদের দৃষ্টি খুলে গেল* যখন রুটি ভাঙ্গনে তারা যিশুকে চিনতে পারলেন এবং পরিশেষে তারা *পথে পা বাড়ালেন*। সকল প্রেরণকর্মী-শিষ্যদের যাত্রার প্রতিফলন সেই তিনটি প্রতিচ্ছবির আলোকে ধ্যান করে আমরা আজকের জগতে বাণীপ্রচারের জন্য আমাদের আগ্রহ-উদ্দীপনার নবায়ন করতে পারি।

***১। আমাদের হৃদয় জ্বলে উঠেছিল 'যখন তিনি শাস্ত্রের অর্থ আমাদের কাছে বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন'। প্রেরণধর্মী কার্যকলাপে ঈশ্বরের বাণী হৃদয়কে আলোকিত ও রূপান্তরিত করে।***

জেরুশালেম থেকে এম্মাউসের পথে শিষ্য দু'জনের হৃদয় ছিল হতাশাচ্ছন্ন, যেমনটি ফুটে উঠেছিল তাদের হতাশাগ্রস্ত চেহারায়, কারণ যাঁকে তারা বিশ্বাস করেছিল, সেই যিশু মৃত্যুবরণ করেছেন *(দ্রঃ ১৭ পদ)*। ক্রুশবিদ্ধ গুরুর ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়ে তাদের সেই আশা যে-তিনিই-মশীহ তা ভেঙে পড়ে *(দ্রঃ ২১ পদ)*। আর দেখা গেল "তাঁরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন ও আলোচনা করছিলেন, যিশু নিজেই কাছে এলেন এবং তাদের সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন" *(১৫ পদ)*। যেভাবে তিনি শিষ্যদের প্রথমবার আহ্বান করেছিলেন, তেমনি এখনও তাদের বিভ্রান্তির মধ্যে প্রভুই উদ্যোগ নেন; তিনি তাদের কাছে এগিয়ে যান এবং তাঁদের পাশাপাশি হাঁটেন। তেমনি আজও তিনি তাঁর অপার করুণায় আমাদের সঙ্গে থাকতে কখনো ক্লান্ত হন না – যদিও আমাদের মধ্যে রয়েছে আমাদের অনেক ব্যর্থতা, সন্দেহ, দুর্বলতা, এবং আতঙ্ক ও হতাশাবাদ যা আমাদের করে তোলে "মূর্খ ও ধীর হৃদয়" *(২৫ পদ)*, অল্প বিশ্বাসের মানুষ। সেই সময়ের মতো আজও পুনরুত্থিত প্রভু তাঁর প্রেরণকর্মী-শিষ্যদের কাছাকাছি থাকেন এবং তাদের সঙ্গে পথ চলেন, বিশেষত যখন তারা বিচলিত, নিরুৎসাহিত, এবং ভীত-সন্ত্রস্ত অন্যায়ের প্রহেলিকার জন্যে যা তাদের চারপাশে বিদ্যমান এবং তাদেরকে গ্রাস করার চেষ্টা করে। তাই, "আসুন, আমরা যেন আমাদের ভেতর থেকে আশাকে ছিনতাই হতে না দেই!" (*মঙ্গলসমাচারের আনন্দ*, ৮৬)। প্রভু আমাদের সকল সমস্যার চেয়েও মহান, সর্বোপরি জগতের মাঝে মঙ্গলসমাচার প্রচার করতে গিয়ে আমাদের প্রেরণকার্যের সময় আমরা যদি সেই সমস্যাগুলি মোকাবেলা করি। কারণ শেষ পর্যন্ত এই প্রেরণকার্য যে স্বয়ং তাঁর; আমরা তো তাঁর বিনম্র সহকর্মী, "অকর্মণ্য দাস" ছাড়া আর কিছুই নই *(দ্রঃ লুক ১৭: ১০)*।

আমি প্রকাশ করতে চাই খ্রিস্টেতে বিশ্বের সমস্ত মিশনারী নর-নারীর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা, বিশেষত যারা নানা ধরনের কষ্ট সহ্য করে চলেছেন। প্রিয় বন্ধুগণ, পুনরুত্থিত প্রভু সব সময় আপনাদের সাথে আছেন। তিনি দেখছেন আপনার উদারতা এবং দূরদেশে বাণীপ্রচারের ও প্রেরণকার্যের জন্যে আপনার ত্যাগ ও বলিদান। আমাদের জীবনের প্রতিটি দিনই প্রশান্ত ও মেঘমুক্ত নয়; তথাপি আসুন, যাতনাভোগের পূর্বে আপনজনদের বলা প্রভু যিশুর কথাগুলো আমরা যেন ভুলে না যাই: "জগতে তোমাদের কষ্ট পেতে হবে, কিন্তু সাহস ধর; কারণ, আমি তো জগতকে জয় করেছি!" *(যো ১৬: ৩৩)*।

এম্মাউসের পথে সেই শিষ্য দু'জনের কথা শুনে পুনরুত্থিত যিশু "মোশী এবং সমস্ত প্রবক্তা থেকে আরম্ভ করে তাঁর বিষয়ে শাস্ত্রে যা-কিছু বলা হয়েছে, তা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন" *(লুক ২৪: ২৭)*। শিষ্যদের হৃদয় তখন রোমাঞ্চিত হয়েছিল, কারণ পরে তারা একে অপরের কাছে স্বীকার করেছিল : "তিনি যখন পথে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং শাস্ত্রের অর্থ অমন বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের মনে কি একটা আগুন জ্বলছিল না?" *(৩২ পদ)*। আসলে যিশুই হলেন জীবনময় বাণী – একমাত্র তিনিই পারেন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আগুন জ্বালাতে, তা আলোকিত ও রূপান্তরিত করতে।

এইভাবে আমরা সাধু যেরোমের উক্তিটির অর্থ আরও ভালভাবে বুঝতে পারি যে "শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা হল খ্রিস্ট সম্পর্কে অজ্ঞতা" (*Commentary on Isaiah*, Prologue)। "প্রভু আমাদের পরিচয় করিয়ে না দিলে পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থকে গভীরভাবে বোঝা অসম্ভব। তবে বিপরীত বিষয়টিও সমভাবে সত্য: পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ ছাড়া পৃথিবীতে যিশুর প্রেরণকার্যের এবং তাঁর মণ্ডলীর ঘটনাবলী দুর্বোধ্য থেকে যায়" (*Aperuit Illis*, 1)। সুতরাং খ্রিস্টীয় জীবনের জন্য শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ, এবং তা আরো বেশি প্রযোজ্য খ্রিস্ট ও তাঁর সুসমাচার প্রচারের জন্য। অন্যথায় অন্যদের কাছে আপনি যা হস্তান্তর করে যাচ্ছেন– তা কি কেবল আপনার নিজস্ব কিছু ধারণা এবং প্রকল্প? একটি শীতল হৃদয় তো কখনই অন্য হৃদয়ে আগুন জ্বালাতে পারে না!

তাই আসুন আমরা সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করি যেন পুনরুত্থিত প্রভু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, শাস্ত্রের অর্থ আমাদের বুঝিয়ে দেন। তিনি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিন, আমাদের আলোকিত ও রূপান্তরিত করুন, যাতে আমরা পবিত্র আত্মার দেয়া শক্তি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে জগতের কাছে তাঁর পরিত্রাণ রহস্য ঘোষণা করতে পারি।

***২। রুটি ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে আমাদের দৃষ্টি "খুলে গেল এবং তাঁকে চিনতে পারলো"। পুণ্য খ্রিস্টযাগে নিহিত যিশু হলেন প্রেরণকার্যের উৎস ও শিখড়।***

ঈশ্বরের বাণীর জন্যে তাদের হৃদয়ে যে আগুন জ্বলছিল – সেই বাস্তবতাটিই এম্মাউসের শিষ্যদের প্রণোদিত করেছিল যেন তাঁরা রহস্যময় সেই পথিককে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার কারণে তাদের সঙ্গে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেন। তাঁরা যখন টেবিলের চারপাশে জড়ো হল, তখন যিশুর রুটি ভাঙ্গার দৃশ্য দেখেই তাদের দৃষ্টি খুলে গেল এবং তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন। সিদ্ধান্তমূলক উপাদান যা শিষ্যদের দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল তা হল যিশুর দ্বারা সম্পাদিত কার্যকলাপের ধারাবাহিকতা : তিনি রুটি হাতে নিলেন, তা আশীর্বাদ করলেন, ভাঙলেন ও শিষ্যদের দিলেন। সেগুলো ছিল ইহুদি পরিবার-প্রধানের স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি; কিন্তু পবিত্র আত্মার অনুগ্রহে যিশু খ্রিস্ট দ্বারা সম্পাদিত সেই কাজগুলো তখন তাঁর দু'জন ভোজ-সঙ্গীকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল তাঁর দ্বারা রুটির সংখ্যাবৃদ্ধির নিদর্শনটি এবং সর্বোপরি ক্রুশে তাঁর আত্মবলিদানের সংস্কার খ্রিস্টযাগের সেই নিদর্শন কর্মটি। তবুও রুটি ভাঙার সময় যখন তাঁরা যিশুকে চিনতে পারলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে "তিনি তাদের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন" *(লুক ২৪: ৩১)*। এখানেই আমরা আমাদের বিশ্বাসের একটি অপরিহার্য বাস্তবতাকে অনুধাবন করি : খ্রিস্ট, যিনি রুটি ভাঙেন, এখন নিজেই হয়ে ওঠেন সেই খণ্ডিত-রুটি (ক্রুশে সমর্পিত খ্রিস্টের দেহ) যা শিষ্যরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় এবং খায়। তাঁকে আর দেখা যায় না, কারণ এখন তিনি শিষ্যদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছেন যাতে তাদের হৃদয়ে আরো বেশি আগুন জ্বলে ওঠে। আর তা-ই তাদেরকে প্রণোদিত করে অবিলম্বে যাত্রা করতে যেন পুনরুত্থিত প্রভুর সাথে তাদের সাক্ষাতের অনন্য অভিজ্ঞতা তারা সবার কাছে সহভাগিতা করতে পারেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পুনরুত্থিত খ্রিস্ট হলেন তিনি

– যিনি রুটি ভাঙেন এবং একই সময়ে যিনি নিজেই সেই রুটি যা আমাদের জন্য খণ্ডিত (সমর্পিত)। আর তাই পবিত্র আত্মার কাজের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক প্রেরণকর্মী শিষ্যও, যিশু মতোই এবং তাঁরই মধ্যে, আহুত হয়েছেন এমন একজন হয়ে ওঠার জন্য যিনি রুটি ভাঙেন এবং যিনি জগতের জন্য খণ্ডিত রুটি।

এখানে স্মরণে রাখতে হবে যে খ্রিস্টের নামে ক্ষুধার্ত ভাইবোনদের সাথে আমাদের বস্তুগত রুটি ভাঙ্গা ও সহভাগিতা করা ইতিমধ্যেই একটি খ্রিস্টীয় প্রেরণকর্ম। তাহলে আরও কতই না মহান সেই খ্রিস্টপ্রসাদীয় রুটি ভাঙ্গা যা খ্রিস্ট নিজেই, যা শ্রেষ্ঠ প্রেরণমুখী কাজ, যেহেতু খ্রিস্টযাগ হল খ্রিস্টমণ্ডলীর জীবন ও প্রেরণকর্মের উৎস ও শিখর।

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট যেমনটি তুলে ধরেছেন : "আমরা যে ভালোবাসাকে (খ্রিস্টপ্রসাদ) সাক্রামেন্তে উদ্‌যাপন করি তা নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারি না। আপন প্রকৃতির দ্বারাই সেই ভালোবাসা সকলের সাথে সংযুক্ত হওয়ার দাবী জানায়। বিশ্বের যা প্রয়োজন তা হল ঈশ্বরের ভালোবাসা, খ্রিস্টের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তাঁকে বিশ্বাস করা। এই কারণে খ্রিস্টযাগ কেবল মাণ্ডলীক জীবনেরই উৎস ও শিখর নয়, বরং মণ্ডলীর প্রেরণকর্মেরও উৎস ও শিখর : 'একটি খাঁটি খ্রিস্টপ্রসাদীয় মণ্ডলী হল একটি প্রেরণধর্মী মণ্ডলী'" *(Sacramentum Caritatis, 84)*।

ফলশালী হওয়ার জন্যে আমাদের অবশ্যই যিশুর সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে *(যো ১৫: ৪-৯)*। এই সংযোগটি অর্জিত হয় প্রতিদিনের প্রার্থনার মাধ্যমে, বিশেষ করে খ্রিস্টপ্রসাদীয় আরাধনায়, যখন প্রভুর উপস্থিতিতে আমরা নীরব ধ্যানে মগ্ন থাকি আর তিনিও পুণ্য খ্রীষ্টপ্রসাদে আমাদের সাথে থাকেন। প্রেমভরে খ্রিস্টের সঙ্গে এই মিলন-সংযোগ গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রেরণকর্মী শিষ্য হয়ে উঠতে পারেন একজন কর্মে-ধ্যানী মানুষ। এম্মাউসের দু'জন শিষ্য, বিশেষত সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায়, যেরূপ আকুল আবেদন করেছিল : "আমাদের সঙ্গেই থাকুন না, প্রভু!" *(দ্রঃ লুক ২৪: ২৯)* – সেরূপ আমাদের হৃদয়ও যিশুর সঙ্গ-সাহচর্য পাওয়ার জন্য সর্বদা আকুল হয়ে উঠুক।

৩। ***আনন্দের সঙ্গে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের কথা সবারে জানাতে সদা চলমান আমাদের পদক্ষেপ। শাশ্বত যৌবনধারী এক খ্রিস্টমণ্ডলী যা সর্বদা বহির্মূখী।***

"রুটি ভাঙ্গার সময়" শিষ্যদের দৃষ্টি খুলে যাওয়া এবং যিশুকে চিনতে পারার পর তাঁরা "দ্রুত পথে পা বাড়ালো এবং জেরুশালেমে ফিরে এলো" *(দ্রঃ লুক ২৪: ৩৩)*। প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আনন্দ অন্যদের সাথে সহভাগিতা করার লক্ষে তাদের এই দ্রুত যাত্রা প্রকাশ করে যে "যারা যিশুর সাক্ষাৎ লাভ করে তাদের হৃদয় ও গোটা জীবন পূর্ণ হয় মঙ্গলসমাচারের আনন্দে। যারা যিশুর দেয়া মুক্তি নিজেদের জীবনে গ্রহণ করে – তারা তো পাপ, দুঃখ-শোক, আন্তর শূণ্যতা, নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পায়। যিশু খ্রিস্টের সাক্ষাতে সর্বদাই আনন্দের জন্ম ও পুনর্জন্ম হয়" *(Evangelii Gaudium, 1)*। যিশুর কথা সাবইকে জানানোর জন্যে উদ্যমের সাথে হৃদয়ে জ্বলে উঠা ছাড়া কেউই প্রকৃতপক্ষে পুনরুত্থিত যিশুর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে না। সুতরাং প্রেরণকর্মের মৌলিক ও প্রধান সম্বল হল সেই ব্যক্তিগণ যারা পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে জানতে পারেন পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ ও পুণ্য খ্রিস্টযাগের মধ্যে, যারা তাঁর আগুন আপন হৃদয়ে এবং তাঁর আলো আপন দৃষ্টিতে বহন করেন। তারাই এমন জীবনের সাক্ষ্য দিতে পারেন যা কখনও মরে না, এমনকি সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতি ও অন্ধকারময় মুহূর্তের মধ্যেও।

"চলমান পদক্ষেপ"-এর চিত্রটি আমাদের আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেয় জাতি *সমূহের মাঝে প্রেরণকর্মের* নিত্য-যথার্থতার কথা, যে প্রেরণকর্মভার পুনরুত্থিত প্রভুর দ্বারা খ্রিস্টমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত হয়েছে সকল মানুষ ও জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য, এমনকি জগতের শেষ দিন পর্যন্ত তা করার জন্য। আগের চেয়েও অনেক বেশি অন্যায্য পরিস্থিতি, অনেক বেশি বিবাদ ও যুদ্ধ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত আমাদের মানব পরিবারের জন্যে আজ খ্রিস্টে নিহিত শান্তি ও পরিত্রাণের সুসমাচার খুবই প্রয়োজন। তাই এই সুযোগে আমি পুনর্ব্যক্ত করতে চাই : "প্রত্যেকেরই সুসমাচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কাউকে বাদ না দিয়েই সেই সুসমাচার প্রচার করা প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তের দায়িত্ব, তবে তেমন ব্যক্তি হিসেবে নয় যিনি নতুন কিছু বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেন, কিন্তু যিনি একটি আনন্দ সহভাগিতা করেন, একটি সুন্দর দিগন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, একটি আকাঙ্ক্ষনীয় ভোজের ব্যবস্থা করেন" *(Evangelii Gaudium, 14)*। প্রেরণকর্মের মাধ্যমে মানুষের মনপরিবর্তন ও বিশ্বাস বিস্তার সাধন মূল লক্ষ্য হিসেবেই থেকে যায় যা ব্যক্তি ও সম্প্রদায় হিসেবে আমরা অবশ্যই আমাদের জন্য নির্ধারন করবো, কারণ "প্রেরণমুখী বাণী-প্রচার *খ্রিস্টমণ্ডলীর সমস্ত কার্যকলাপের জন্য দৃষ্টান্তমূলক*" *(Evangelii Gaudium, 15)*।

প্রেরিতদূত সাধু পৌল যেমন নিশ্চিত করেছেন যে খ্রিস্টের ভালোবাসা আমাদেরকে বিমোহিত ও উদ্বুদ্ধ করে (দ্রঃ ২ করি ৫: ১৪)। এই ভালোবাসা দু'ধরনের: আমাদের প্রতি খ্রিস্টের ভালোবাসা – যা তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা দাবী করে, অনুপ্রাণিত করে এবং জাগিয়ে তোলে। আর সেই ভালোবাসাই ক্রমাগত বহির্মুখী মণ্ডলীকে দান করে চির যৌবন। কেননা তাঁর সকল সদস্য-সদস্যাকে খ্রিস্টের সুসমাচার ঘোষণার প্রেরণ-দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এই দৃঢ় প্রত্যয়ে যে "তিনি সকলের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, যাতে যারা বেঁচে থাকে তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য বেঁচে থাকে যিনি তাদের জন্যে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং আবার বেঁচেও উঠেছেন" *(১৫ পদ)*। এই প্রেরণমুখী আন্দোলনে আমরা সবাই কোন না কোন অবদান রাখতে পারি, যথা: আমাদের প্রার্থনা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে, বৈষয়িক দানকর্ম ও আমাদের কষ্টের দানের মাধ্যমে, আর আমাদের ব্যক্তিগত জীবন-সাক্ষের মাধ্যমে। *পোপীয় প্রেরণকর্ম সংস্থাসমূহ* (Pontifical Mission Societies) আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় স্তরেই এই বাণীপ্রচারধর্মী সহযোগিতার মনোভাবকে উৎসাহিত ও লালন করার একটি বিশেষ উপায়। এই কারণে, বিশ্ব প্রেরণ রবিবার দিবসে সংকলিত দান *বিশ্বাস বিস্তার বিষয়ক পোপীয় প্রেরণকর্ম সংস্থার* (Pontifical Mission Society of the Propagation of the Faith) জন্য উৎসর্গীকৃত।

মণ্ডলী কর্তৃক বিশ্বাস বিস্তারমুখী কার্যকলাপের আশু প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই তাঁর সমস্ত সদস্যদের পক্ষ থেকে এবং সকল স্তরে আরো ঘনিষ্ঠ বাণীপ্রচারধর্মী সহযোগিতার দাবী করে। এই হলো সিনডীয় যাত্রার অপরিহার্য লক্ষ্য, যে সিনডীয় যাত্রা মণ্ডলী আরম্ভ করেছে কিছু মূল শব্দে উদ্বুদ্ধ হয়ে : মিলন, অংশগ্রহণ, প্রেরণকর্ম। এই যাত্রা অবশ্যই নিজের মধ্যে মণ্ডলীর বাঁক নেওয়া নয়, আমাদের কি বিশ্বাস ও চর্চা করা উচিত সে বিষয়ে সর্বমত যাচাই করাও নয়, কিংবা মানুষের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ও নয়। বরং, এটি হল এম্মাউসের শিষ্যদের মতোই পথ-যাত্রার একটি প্রক্রিয়া। কেননা, যিশু সবসময় আমাদের মধ্যে আসেন শাস্ত্রবাণীর অর্থ বুঝিয়ে দিতে এবং আমাদের জন্য রুটি ভাঙতে যাতে করে আমরাও পবিত্র আত্মার শক্তিতে জগতে তাঁর প্রেরণকর্ম চালিয়ে যেতে পারি।

এম্মাউসের দু'জন শিষ্য যেমন অন্যদের কাছে জানিয়েছিল পথে কী ঘটেছিল *(দ্রঃ লুক ২৪: ৩৫)*, তেমনি আমাদের ঘোষণাও হবে খ্রিস্টপ্রভু, তাঁর জীবন, তাঁর যাতনাভোগ, তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান এবং সেই বিস্ময়গুলোর কথা যা তাঁর ভালবাসা আমাদের জীবনে সাধন করেছে।

তাই, আসুন, পুনরুত্থিত প্রভুর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ দ্বারা আলোকিত হয়ে এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ফের যাত্রা করি। আসুন, জ্বলমান হৃদয় নিয়ে আমাদের দৃষ্টি খোলা রেখে ও সচল পায়ে আবারও যাত্রা করি। চলুন, পথে নেমে পড়ি যাতে ঈশ্বরের বাণী দ্বারা অন্যদের হৃদয়ে আগুন জ্বালাতে পারি, পুণ্য খ্রিস্টযাগে যিশুকে চিনতে অন্যদের দৃষ্টি খুলে দিতে পারি, আর খ্রিস্টেতে গোটা মানব জাতির উপর ঈশ্বর যে শান্তি ও পরিত্রাণ বর্ষণ করেছেন, সেই শান্তি ও পরিত্রাণের পথে একসাথে হাঁটতে সবাইকে নিমন্ত্রণ জানাতে পারি।

পথের দিশারী ধন্যা মারীয়া, খ্রিস্টের বাণীপ্রচারক শিষ্যদের জননী এবং সকল প্রেরণকর্মের রাণী – আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করুন!

**রোম, লাতেরানস্থ সাধু যোহনের মহামন্দির, ৬ জানুয়ারী ২০২৩, প্রভুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব।**

**ফ্রান্সিস।**

# বিশ্ব প্রেরণ রবিবার ২০২৩ উপলক্ষে জাতীয় পরিচালকের বাণী

**খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই ও বোনেরা,**

বাংলাদেশে অবস্থিত *পোপীয় প্রেরণকর্ম সংস্থাসমূহের* জাতীয় কার্যালয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। প্রতি বছরই অক্টোবর মাসের শেষ রবিবারের আগের রবিবার পালিত হয় বিশ্ব প্রেরণ রবিবার। তারই সূত্র ধরে এ বছর আমরা ২২ অক্টোবরে সেই মহতী দিনটি উদযাপন করতে যাচ্ছি।

পুণ্য পিতা ফ্রান্সিস এবারের বিশ্ব প্রেরণ দিবসের মূলসুর রেখেছেন : *'জ্বলমান হৃদয়, চলমান পদক্ষেপ'*। মূলসুরটি উদ্ভূত হয়েছে এম্মাউসের পথে দু'জন শিষ্যের পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষাৎ লাভ, রুটি ভাঙনে তাদের দৃষ্টি খুলে যাওয়া ও জ্বলন্ত হৃদয় নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে জেরুশালেমে ফের যাত্রা করার ঘটনা থেকে। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষাৎ লাভ করে যাঁর অন্তরে বিশ্বাসের বহ্নিশিখা জ্বলে উঠে, সে তো চুপ করে বসে থাকতে পারে না, বরং খ্রিস্ট দর্শনের উদ্বেল আনন্দ তাঁকে প্রণোদিত করে নিজের গণ্ডি ছেড়ে পথে পা বাড়াতে, অন্যদের কাছে সেই সুসমাচার জানাতে। বিশ্ব প্রেরণ রবিবার উদযাপন আমাদের এই কথাটিই স্মরণ করিয়ে দেয় যে যাঁরা পুনরুত্থিত খ্রিস্টে বিশ্বাসী ও সেই বিশ্বাসে দীক্ষিত – তাঁরা সবাই মিশনারী অর্থাৎ প্রেরণকর্মী বা বাণীপ্রচারক।

আমরা হয়তো অনেকেই ভাবী যে মিশনারী বা প্রেরণকর্মী হয়ে ওঠা বিশেষ এক জীবনের বিষয়, অসাধারণ এক আহ্বানের বিষয়। কিন্তু এ কথাটি আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে খ্রিস্ট-বিশ্বাসে দীক্ষিত আমরা সকলেই একেকজন মিশনারী বা প্রেরণকর্মী। মিশন বা প্রেরণকর্ম কেবল আপন মাতৃভূমি ছেড়ে দূরদেশে গিয়ে খ্রিস্টের বাণী প্রচার করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা হল খ্রিস্টে দীক্ষিত সকল ব্যক্তির পুণ্য কর্তব্য। সকলখ্রিস্টভক্তের সেই পুণ্য দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে সহায়তা করতেই প্রেরণকর্মধর্মী আন্দোলন (missionary movement) হিসেবে ***পোপীয় প্রেরণকর্ম সংস্থাসমূহ*** (Pontifical Mission Societies or PMS) ক্রমান্বয়ে আন্তর্জাতিক, জাতীয়, ধর্মপ্রদেশীয় এমনকি ধর্মপল্লী তথা তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্ব প্রেরণ রবিবার ২০২৩ উপলক্ষে পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস তাঁর বাণীতে আমাদের প্রতি বলেন : *"এই প্রেরণমুখী আন্দোলনে আমরা সবাই কোন না কোনভাবে অবদান রাখতে পারি : আমাদের প্রার্থনা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে, বৈষয়িক দানকর্ম ও আমাদের কষ্টের দানের মাধ্যমে, এবং আমাদের ব্যক্তিগত জীবন-সাক্ষের মাধ্যমে। পোপীয় প্রেরণকর্ম সংস্থাসমূহ (Pontifical Mission Societies) আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় স্তরেই এই বাণীপ্রচারধর্মী সহযোগিতার মনোভাবকে উৎসাহিত ও লালন করার একটি বিশেষ উপায়। এই কারণে, বিশ্ব প্রেরণ রবিবার দিবসে সংকলিত দান বিশ্বাস বিস্তার বিষয়ক পোপীয় সংস্থা (Pontifical Mission Society of the Propagation of the Faith)-এর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত।"*

পি.এম.এস. জাতীয় অফিসের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সকল ধর্মপ্রদেশের বিশপ, পালপুরোহিত, সন্ন্যাসব্রতী নর-নারী, কাটেখিস্ট ও প্রার্থনা-পরিচালকদের যারা বাণীপ্রচার-মুখী আন্দোলনে সমর্থন যোগানের পাশাপাশি *পোপীয় প্রেরণকর্ম সংস্থাগুলোর* কাজে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করছেন। বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করি প্রত্যেক ধর্মপ্রদেশের পি.এম.এস. কমিটির পরিচালকবৃন্দ ও সদস্যদের কথা – যাঁরা সেই আন্দোলনের কাণ্ডারী হিসেবে জাতীয় ও ধর্মপল্লী তথা তৃণমূল পর্যায়ে পোপের প্রেরণকর্মের সহযোগী হিসেবে মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের সকল খ্রিস্টভক্তকে যাঁরা প্রার্থনা, জীবন-সাক্ষ্য ও বৈষয়িক দানকর্ম অর্থাৎ দয়ার কাজের মধ্য দিয়ে বাণীপ্রচার ও প্রেরণকর্মে সাহায্য করছেন। বিশেষ ভাবে গত বছর বিশ্ব প্রেরণ রবির দিবসে আপনাদের আন্তরিক অর্থ-সাহায্যের জন্য – যার পরিমান ছিল সর্বমোট চার লক্ষ একাশি হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা। এখানে ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক আপনাদের দানের পরিমাণ উল্লেখ করা হল।

| ধর্মপ্রদেশ | পরিমাণ |
|---|---|
| ঢাকা | ২৪৮,৫১৪ |
| চট্টগ্রাম | ৩১,৯৮৭ |
| দিনাজপুর | ২৮,৪০০ |
| খুলনা | ৩৪,৪৯৭ |
| ময়মনসিংহ | ৪৫,৬৮০ |
| রাজশাহী | ৬২,০৭২ |
| সিলেট | ৭,৮০০ |
| বরিশাল | ২২,৬০০ |
| **সর্বমোট =** | **৪৮১,৫৫০** |
| **কথায় : চার লক্ষ একাশি হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা** | |

আসুন, খ্রিস্টমণ্ডলীর বিশ্বাস বিস্তারমুখী কার্যকলাপের আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমরাও প্রেরণকর্মের সহযোগী হয়ে উঠি, কারণ আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাস স্বভাবতই আমাদের পক্ষ থেকে সকল স্তরে আরো ঘনিষ্ঠভাবে প্রেরণকর্মধর্মী সহযোগিতার দাবী করে। সিনডীয় মণ্ডলীর মূলভাবও সেই কথাই ব্যক্ত করে : মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণকর্ম। আসুন, প্রকৃত খ্রিস্টান হিসেবে আমরাও পোপ মহোদয়ের বিশ্বাস বিস্তারের কাজে শরীক হই, প্রবল উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে তাঁর প্রেরণকর্মের সহযোগী হই। আমরাও একেকজন মিশনারী বা প্রেরণকর্মী হয়ে উঠি আমাদের প্রার্থনা দিয়ে, আমাদের জীবন দিয়ে খ্রিস্ট-বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিয়ে, আমাদের বৈষয়িক দানকর্মের মধ্য দিয়ে। এবারের বিশ্ব প্রেরণ রবিবার উদযাপন সফল ও সার্থক হোক – এই কামনা করি।

**খ্রিস্টেতে,**
**ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ**
জাতীয় পরিচালক
পি.এম.এস. বাংলাদেশ

# যিশু ও আমাদের প্রেরণকর্ম

## ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

"প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীন দরিদ্রের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে। বন্দীদের কাছে মুক্তি ও অন্ধদের কাছে নব দৃষ্টি লাভের কথা প্রচার করতে; আর নির্যাতিতদের মুক্ত করতে বলেছেন" *(লুক ৪:১৮)*। যিশু খ্রিস্টই প্রভু, যিনি ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত মানব মুক্তিদাতা। তিনি তাঁর প্রেরণকর্মে সকল মানুষের মুক্তির কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি ঐশরাজ্যের কথা প্রচার করেছেন। "সময় এসে গেছে; ঐশরাজ্য খুব কাছেই। মন পরিবর্তন কর ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর" *(মার্ক ১:১৫)*। যিশু খ্রিস্ট ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য শিষ্যদের আহ্বান করেছেন ও তাদেরকে মানুষ ধরা জেলে করেছেন *(দ্রঃ মার্ক ১:১৬-২০)*। তিনি শিষ্যদের মনোনীত করে প্রেরণও করেছেন যাতে তারা তাঁর কাজকে তরান্বিত করে। শিষ্যরা দুজন দুজন করে বাণী প্রচারের জন্য বেড়িয়ে পরে। তারা ঐশরাজ্যের কথা প্রচার করেন। মানুষকে রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত করেন *(দ্রঃ লুক ১০:১-৯)*। যিশু ও আমাদের প্রেরণকর্ম একই সুতোয় বাঁধা, ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সুসমচার প্রচার করা।

**প্রেরণকর্ম আমাদের অধিকারঃ** আমরা দীক্ষাস্নানের ফলে যিশুর শিষ্য ও প্রেরণকর্মী হয়েছি। পিতা+পুত্র+পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষাস্নানের ফলে আমরা যিশুর সাথে যুক্ত হয়ে তাঁর শিষ্য হয়েছি, পেয়েছি যাজকীয়, রাজকীয় ও প্রাবক্তিক মর্যাদা, দায়িত্ব ও অধিকার। যিশুর শিষ্য ও প্রেরণকর্মী হিসাবে আমাদের জগতের কাছে শান্তির বাণী, নিরাময়তা ও সুসমাচার প্রচার *(দ্রঃ লুক ১০:১-১২)* করতে হয়। সুসমাচার হল ঐশরাজ্য কাছেই অর্থাৎ ভালোবসা, শান্তি, ন্যায্যতা, অধিকার (মানব মর্যাদা ও মূল্যবোধ), নিরাময়তা ও নিরাপত্তার কথা প্রচার করা ও সবার মঙ্গলের জন্য কাজ করা।

যাকজ (দীক্ষাস্নানে প্রাপ্ত/Baptismal ও সেবাকারী/ Ministerial) হিসেবে পবিত্র হওয়া ও পবিত্র করণের লক্ষ্যে নিজেকে নিয়োজিত করা। দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি হিসেবে পবিত্র হওয়ার সাধনায় ব্রতী হতে হয়। আমাদের আহ্বান হল যিশুকে অনুসরণ করে পবিত্র হওয়া। রাজা হিসেবে নেতৃত্ব দেওয়া। আর এই নেতৃত্ব প্রথমেই নিজেকেই নিজে নেতৃত্ব দিয়ে সত্য সুন্দর ও ন্যায্যতার পথে পরিচালিত করতে হয়। নেতৃত্ব পদ দখল ও পদমর্যাদা নয়, বরং সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে আনন্দে চলার অনুপ্রেরণা ও সহায়তা। একসঙ্গে চলা ও এক হওয়ার সাধনায় যিশুও পিতার কাছে প্রার্থনা করেছেন; "আমরা যেমন এক, তারাও যেন তেমনি এক হয়" *(যোহন ১৭:১১খ)*। সত্য ঘোষণা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে প্রবক্তা একনিষ্ট ভূমিকা পালন করে। যিশুর শিষ্য ও প্রেরণকর্মী হয়ে সত্য ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমাজ গঠন করা আমাদের দায়িত্ব।

**প্রেরণকর্ম ও সহযাত্রিক মণ্ডলীঃ** সহযাত্রিক মণ্ডলী বর্তমান ভাবনায় মাণ্ডলিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে পথচলা ও সবার মঙ্গল করা এবং মঙ্গলবাণীর আলো ও মূল্যবোধে জীবন যাপন একটি প্রত্যয় ও দিকনির্দেশনা। যিশু, তাঁর সহকর্মী হওয়ার জন্য যাদের (শিষ্যদের) আহ্বান করেছেন তারাও বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ ছিলেন *(দ্রঃ মার্ক ১:১৬-২০; মথি ৯:৯)*। যিশু ও তাঁর শিষ্যদের প্রেরণকর্মে সাহায্য করতে নারীরাও তাদের সঙ্গে ছিলেন *(দ্রঃ লুক ৮:১-২)*। যিশু নিজেও তাঁর প্রেরণকর্ম শুধুমাত্র ইস্রায়েল জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক বেড়াজাল ছিন্ন করে সামারীয়া অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন, তাঁর প্রচারে সামরীয় নারী মন পরিবর্তন করে ও অন্যরাও বিশ্বাসী হয়ে উঠে *(দ্রঃ যোহন ৪:৩-৩০)*। সবার সাথে চলা সবার মঙ্গল করা ও সমস্ত সৃষ্টির যত্ন করাই আমাদের প্রেরণকর্মের লক্ষ্য।

যিশুর প্রচার, "সময় এসে গেছে; ঐশরাজ্য খুব কাছেই। মন পরিবর্তন কর ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর" *(মার্ক ১:১৫)*; ও শিষ্যদের প্রতি আদেশ ও নির্দেশনা, "আমি তোমাদের যেসব আদেশ দিয়েছি, সেসব তাদের পালন করতে শেখাও আর দেখ যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" *(মথি ২৮:২০)* ও পঞ্চাশত্তমীর পর্ব দিন (পবিত্র আত্মার অবতরণ) মণ্ডলীর জন্মদিনের অবস্থা, পবিত্র আত্মার অবতরণের ফলে ভীত শিষ্যরা শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে, বিশেষ করে সাধু পিতর ভাষণ প্রদান করেন। জেরুশালেমে তখন বিভিন্ন দেশ, জাতি ও ভাষা-ভাষির মানুষ ছিল। তারা নিজের নিজের ভাষায় পিতরের ভাষণ শুনে বুঝতে পেরেছ ও মন পরিবর্তন করে মণ্ডলী সদস্য হয়েছে *(দ্রঃ শিষ্যচরিত ২:১-১৩;৩৭-৪১)*। এই অবস্থা দেখলেই সহযাত্রিক মণ্ডলী অবস্থা আমাদের সামনে ফুটে উঠে। মণ্ডলী সবার ও সর্বজনীন।

মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্যও 'এক, পবিত্র, সর্বজনীন ও প্রৈরতিক' আমাদেরকে বলে দেয় মণ্ডলী সহযাত্রিক। এক হওয়ার মধ্যেই তো পূর্ণতা আসে, পূর্ণতাই তো পুণ্য/পবিত্র হয়। এই এক ও পবিত্রতাই তো আমাদের নিয়ে যায় সমগ্র জগতে সর্বজনীন হয়ে প্রৈরতিক কাজে অংশগ্রহণ করতে। এক ও পবিত্র হওয়ার সাধনা ও বাসনায় আদিমণ্ডলীতে সবাই একত্রে অংশগ্রহণে সহভাগিতায় মিলনে ও আনন্দে জীবন যাপন করত *(দ্রঃ শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৭)*। সবার সক্রিয় অংশগ্রহণে মণ্ডলী হয়ে উঠবে একটি খ্রিস্টীয় পরিবার ও মিলন সমাজ। "তোমরাও খ্রিস্টের দেহ, আর এক এক জন একটি অঙ্গ" *(১ করি. ১২:২৭)*। পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীতে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণই আমাদের প্রেরণ কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

**বর্তমান বাস্তবতায় প্রেরণকর্মঃ** "মানবপুত্র সেবা পেতে আসেন নি, তিনি অন্যের সেবা করতেই এসেছেন এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে এসেছেন" *(মার্ক ১০:৪৫)*। যিশুর সবার জন্যেই এজগতে এসেছেন ও মানুষের মুক্তির নিমিত্তে নিজেকে ক্রুশে মুক্তি যোগ্যরূপে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি সবাইকে এক করতে চেয়েছেন। ধনী-গরীর, উচু-নিচু ও ছোট-বড় সবার মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। আদি মণ্ডলীর জীবন ধারায় তাই ফুলে উঠেছে। যিশুর আদেশ ও নির্দেশ; "তোমরা সমগ্র জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর" *(মার্ক ১৬:১৫)*। যিশুর এই আদেশ ও নির্দেশনায় সকল সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচারের তাগিদ পাওয়া যায়। সবাই হবে মঙ্গলবাণী ধারক ও বাহক।

দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি হিসাবে সকল মানুষের মর্যাদা ও সৃষ্টির রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। আজও ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবার কাছে সুসমাচার প্রচার ও মানব মুক্তি সাধিত হয় নাই। যুদ্ধ বিগ্রহ, দলাদলি, ধনী-গরীব ও উচু নিচু ব্যবধান এবং নেতৃত্বের কোন্দল যেন নিত্যদিনের সঙ্গী। সবার মঙ্গল, মানব মর্যাদা ও সৃষ্টির যত্ন ও রক্ষা হওয়া চাই অগ্রাধিকার। স্বাধীনতা, মানবীয় মূল্যবোধ রক্ষাই হবে প্রেরণকর্মের মূল লক্ষ্য। জাতি ধর্ম বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে সাবার সহভাগিতায় জীবন যাপন করাই হবে সুসমাচারের মূল্যবোধ। প্রেরণকর্মী মানে নয় দূরদেশে গিয়ে সুসমাচার প্রচার করতে হবে, বরং নিজ নিজ জায়গায় থেকেই সুসমাচারের মূল্যবোধ রক্ষা ও প্রতিষ্ঠাই হবে লক্ষ্য। পবিত্র আত্মার নানা প্রকার আত্মিক দানে ভূষিত হয়ে *(দ্রঃ ১ করি. ১২:৪-১০)* সত্য সুন্দর ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে সুসমাচারের আলোকে সকল কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ধর্ম ও দরিদ্রদের সাথে সংলাপ করে সক্রিয় অংশগ্রহণে সহভাগিতায় পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলী গঠন করা।

**উপসংহারঃ** "আমাদের প্রত্যেকের দেহ নানা অঙ্গ প্রতঙ্গ নিয়ে গঠিত। যদিও অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তবু তারা মিলে হয় একটি দেহ; খ্রিস্টও ঠিক সেই রকম" *(১ করি. ১২:১২)*। আমি কোন না কোন পরিবার সমাজ বা মণ্ডলীর সদস্য, কিন্তু আমি/আমরা সত্য ও সুন্দরের অন্বেষী ও পূজারী। আমাদের দায়িত্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মত নিজ নিজ জায়গায় থেকে সুসমাচার নিজের অন্তরে ধারণ করা ও অন্যের কাছে প্রচার করা। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের উপর ঈশ্বর সকল সৃষ্টির যত্ন নিতে দায়িত্ব দিয়েছেন *(দ্রঃ আদি. ১:২৬-২৮)*। যিশু সকল সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার করতে আদেশ দিয়েছেন *(দ্রঃ মার্ক ১৬:১৫)*। আমি/আমরা অধিকার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সুতারং আমাদের প্রেরণকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল সবার কাছে সুসমচার প্রচার করে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণে পরিবার সমাজ তথা মণ্ডলী গঠনা॥ ❑

# আধ্যাত্মিকতা

## সিস্টার মেরী প্রশান্ত এসএমআরএ

কোন এক সময়ে একজন ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আধ্যাত্মিকতাটা আসলে কি? এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন"? উত্তর দিতে গিয়ে আমি হিমশীম খাচ্ছিলাম। কারণ আমার সীমিত জ্ঞানে এর উত্তর দেওয়া খুব কঠিনই ছিল। তবে এখন এই আধাত্মিকতা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আমার কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। কারণ ঐশতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত। এক কথায় বলতে গেলে আধ্যাত্মিকতা হল স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির গভীর সম্পর্ক। প্রতিটি সৃষ্টির সাথেই সৃষ্টিকর্তার এক নিবিড় আদান-প্রদান রয়েছে; যেমন আকাশ, মাটি, প্রকৃতি, জলধি, মানবজাতি এ সব কিছুর সাথেই স্রষ্টার অর্থাৎ ঈশ্বরের যে গভীর সম্পর্ক সেটাই হল আধ্যাত্মিকতা। সৃষ্টিকর্তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে একটি নিয়মের বাঁধনে বেঁধে দিয়েছেন। সেই নিয়ম-নীতি মেনে চলার মধ্যদিয়েই স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সেই সম্পর্কটা গড়ে ওঠে। যেমন প্রতিদিন ভোরে পূব আকাশে সূর্য উদিত হয়ে দিনান্তে পশ্চিমে অস্তমিত হয়, চাঁদ রাতের অন্ধকারে তার স্নিগ্ধ আলোর পরশে পৃথিবীকে মধুময় করে তোলে, ষড়ঋতু একের পর এক তার সৌন্দর্য নিয়ে এসে পৃথিবীকে সাজায়, এই ভাবে সাগর-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-বনানী, মাঠ-প্রান্তর, প্রতিটি সৃষ্টি প্রতিনিয়ত স্রষ্টার কোমল স্পর্শে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। এই সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে মানুষ সৃষ্টির মাঝে ঈশ্বরকে খোঁজে, তাঁকে আবিষ্কার করে, তাঁর ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর চরণে প্রণত হয়। এ ভাবে মানুষ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এটা হল এক ধরণের আধ্যাত্মিকতা।

আমরা ঈশ্বরকে কখনো দেখিনি, সৃষ্টির মধ্যদিয়ে তাঁর ভালোবাসা উপলব্ধি করে তাঁর অস্তিত্বকে খুঁজে ফিরি ঠিকই, কিন্তু পৃথিবীর মানুষ যখন পাপে নিমজ্জিত, তখন সৃষ্টিকর্তার হৃদয় কেঁদে উঠল আর তিনি পরম মমতায় তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে মানব জাতির কাছে নিজেকে সরাসরি প্রকাশ করলেন এবং তাঁর পুত্রের দ্বারাই তিনি মানব জাতিকে মুক্তি দিলেন। এভাবে তাঁর পুত্রের মধ্যদিয়ে তাঁকে আমরা দেখলাম, চিনলাম, কাছে পেলাম, তাঁর মুখে পরম দেশের কথা শুনলাম, তাঁর নিঃস্বার্থ, ভালোবাসাপূর্ণ সেবাকাজ প্রত্যক্ষ করলাম, সর্বোপরি তাঁর ভালোবাসার চরম প্রকাশ ক্রুশীয় মৃত্যু-যাতনা দেখে তাঁর উপর আস্থা, ভরসা রেখে তাঁকে বিশ্বাস করে ভালোবেসে ফেললাম। এটাই হল খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মূল আধ্যাত্মিকতা।

**তবে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত প্রকাশ করে থাকেন, যেমন-**

১। আধ্যাত্মিকতা হল একটি যাত্রা, যার মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয়।

২। আধ্যাত্মিকতা হল একটি উদ্‌ঘাটন বা আবিষ্কার, যার মাধ্যমে সৃষ্টির মধ্যে আমরা ঈশ্বরের সন্ধান পাই।

৩। আধ্যাত্মিকতা হল বিশ্বাসে সাড়া দেওয়া, যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে তাঁর অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি।

৪। চূড়ান্ত অর্থে আধ্যাত্মিকতা হল অনুসন্ধান করা, অর্থাৎ আমরা কেন এই পৃথিবীতে এসেছি এবং আমাদের গন্তব্য কোথায় সেই বিষয়ে জানতে চেষ্টা করি।

৫। আধ্যাত্মিকতা হল ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একটি চুক্তি, যার দ্বারা আমরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ও সামাজিক ভাবে সুখে-শান্তিতে, আনন্দে-নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারি।

৬। আধ্যাত্মিকতা হল যিশুর শিষ্যত্ব লাভ করা, এর দ্বারা আমরা যিশু খ্রিস্টের জীবনাচরণ, তাঁর শিক্ষা এবং তার কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে জেনে তাঁতে বিশ্বাসী হয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে পারি।

৭। আধ্যাত্মিকতা হল পবিত্র আত্মার সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশ করা ও পবিত্র আত্মার পরিচালনায় জীবন যাপন করতে শেখা।

৮। আধ্যাত্মিকতা হল একজন খ্রিস্টান হিসেবে দীক্ষস্নানের মধ্যে জীবন্ত থাকা, যার ফলে বিশ্বাসের স্বল্পতার কারণে আমাদের জীবন যেন শুকিয়ে না যায়।

৯। আধ্যাত্মিকতা হল যিশুর সাথে সাক্ষাৎ করা, অর্থাৎ সাক্ষাতের ফলে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জিইয়ে রাখা।

১০। আধ্যাত্মিকতা হল আমাদের বিশ্বাস, আশা ও প্রেমের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে আমাদের জীবন শুকিয়ে না যায় এবং যিশুর সাথে ও মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্ক জীবন্ত থাকে।

১১। আধ্যাত্মিকতা আমাদের পারস্পরিক সর্ম্পকে পুষ্টি দান করে এবং জীবনের পরিধি বৃদ্ধি করে।

১২। আধ্যাত্মিকতা হল একজন ধর্মভীরু ব্যক্তি হিসেবে তার আদর্শের মধ্যে জীবন যাপনের পাথেয় স্বরূপ।

১৩। আধ্যাত্মিকতা হল ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁর আশানুরূপ ব্যক্তি হয়ে গড়ে ওঠা।

১৪। আধ্যাত্মিকতা হল একই সাথে আমাদের নিজেদের মধ্যে, ঈশ্বরের মধ্যে, ও গোটা বিশ্বের মধ্যে উপস্থিত থাকা।

১৫। আধ্যাত্মিকতা হল অস্তিত্বে ও রহস্যের মাধ্যমে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব আবিষ্কার করা। সেই রহস্যগুলি হল, আমাদের দৈহিক জগৎ, মনোস্তাত্বিক জগৎ, আত্মিক জগৎ ইত্যাদির মাধ্যমে ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ও তাঁর অস্তিত্বের রহস্য।

১৬। আধ্যাত্মিকতা হল আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য ঈশ্বরকে সুযোগ দেওয়া।

১৭। আধ্যাত্মিকতা হল আমাদের জীবনে ঈশ্বরকে অভিজ্ঞতা করা।

১৮। আধ্যাত্মিকতা হল একটি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, যা যিশুখ্রিস্টের মধ্যে জীবন যাপন করার একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

১৯। আধ্যাত্মিকতা হল কোন ব্যক্তির পবিত্রতার উপস্থিতির একটি সূক্ষ্ম কারুকার্য ও শৃঙ্খলা।

২০। আধ্যাত্মিকতা হল নিজের পবিত্রতা লাভের জন্য আত্ম পরিচালনার উপায়।

২১। আধ্যাত্মিকতা হল জীবনের অভিপ্রায়ের ও অভিজ্ঞতার পথ।

২২। আধ্যাত্মিকতা হল ঈশ্বরের সাথে ও প্রতিবেশির সাথে আমাদের সম্পর্ক গুণগত ভাবে বিশ্লেষণ করা ও অভিজ্ঞতা করা।

২৩। আধ্যাত্মিকতা হল খ্রিস্টীয় জীবন যাপন করা।

২৪। আধ্যাত্মিকতা হল বিরামহীন মন পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা।

২৫। আধ্যাত্মিকতা হল একটি উপায়, যার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ও কার্যকরী ভাবে প্রতিদিনের ধর্মীয় কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা।

২৬। এক কথায় আধ্যাত্মিকতা হল প্রভু যিশুর অনুসরণ করা।

আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত বিষয় হল, ঈশ্বর স্বর্গ ছেড়ে চরম দরিদ্র বেশে মানুষ হয়ে আমাদের মাঝে এলেন, আমাদের মধ্যেই বাস করলেন, একেবারে আমাদের মতই জীবন যাপন করলেন। তিনি স্বর্গের কথা অর্থাৎ পরম পিতার ভালোবাসার কথা মানুষের মাঝে প্রচার করলেন, মানুষকে মন পরিবর্তনের ও স্বর্গের পথে যাত্রার পরামর্শ দিলেন। তিনি দীন-দরিদ্রদের ভালোবাসলেন, নির্যাতিতের পাশে দাঁড়ালেন, নানা আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে মানুষের সেবা করলেন; কিন্তু শাস্ত্রী-ফরিসীরা হিংসা পরবশ হয়ে তাঁকে সহ্য করতে না পেরে তাঁকে অকথ্য নির্যাতন করে শেষে ক্রুশীয় মৃত্যুর দণ্ডাদেশ দিয়ে তাঁকে মেরে ফেলল। কিন্তু মৃত্যুর তিন দিন পর তিনি পুনরায় বেঁচে উঠলেন। এটাই হল খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের মূলমন্ত্র। তাই যিশুকে নিয়ে ধ্যান করা, তাঁর বাণী অন্তরে ধারণ করা, তাঁর পথ অনুসরণ করা, তাঁর কথা অন্যদের কাছে প্রচার করা হল উচ্চ মার্গের আধ্যাত্মিকতা। এটাই আমাদের অনুশীলনের প্রধান বিষয়।

এই অনুশীলনের কিছু পদ্ধতি রয়েছে। যেমন- ঈশ্বরের ও মণ্ডলীর আজ্ঞা সকল পালন করা, সংস্কারগুলি যথা সময়ে গ্রহণ করা এবং তার প্রভাব প্রতিদিনের জীবনে প্রতিফলিত করা, প্রার্থনা করা, মৌন ধ্যানে সময় কাটানো, নিয়মিত খ্রিস্টযাগে অংশ গ্রহণ করে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করা, খ্রিস্টীয় মনোভাব নিয়ে মানুষের সেবা করা, দরিদ্রদের প্রতি দরদী হওয়া, আচার-আচরণে খ্রিস্টীয় মনোভাব পোষণ করা, খ্রিস্টের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা ও অন্যকে সেই পথে পরিচালিত করা, খ্রিস্টীয় ও নৈতিক গুণাবলী অর্জন করে প্রতিদিনের জীবনে তা প্রয়োগ করা, ক্ষমার মনোভাব পোষণ করা, সবার সাথে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা।

তবে সন্ন্যাস জীবনের আধ্যাত্মিকতা ও সংসার জীবনের অধ্যাত্মিকতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যারা সন্ন্যাস জীবন যাপন করেন তারা তিনটি ব্রত-দারিদ্র, কৌমার্য ও শূচিতা এই তিনটি জীবনাবস্থা অনুযায়ী নিয়মিত ধ্যান-সাধনার মধ্যদিয়ে আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন করে থাকেন। তারা প্রহরে প্রহরে প্রার্থনা, নিয়মিত ধ্যান করেন, আরো বিভিন্ন ভাবে আধ্যাত্মিক অনুশীলন করে থাকেন।

তবে সংসারের মানুষদের নানা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে এবং সময়ের স্বল্পতার করণে ততটা অনুশীলন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে খ্রিস্টযাগে যোগদান করা, মণ্ডলীর নির্দেশনা অনুযায়ী খ্রিস্টযাগ ছাড়াও বিভিন্ন অনুশীলনের সুযোগ রয়েছে, যেমন- প্রতিদিন সন্ধ্যায় রোজারিমালা অবৃত্তি করা, প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া, পবিত্র সংস্কারের আরাধনা করা, পাড়ায় পাড়ায় দলীয় ভাবে প্রার্থনা করাও আধ্যাত্মিক অনুশীলন। তবে সর্বোপরি বরিবারে খ্রিস্টযাগে যোগদান করা এবং ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা ও মণ্ডলীর আজ্ঞা অবশ্যই পালনীয়।

তবে এ কথা সত্য যে, আধুনিক মিডিয়ার যুগে মানুষের আধ্যাত্মিকতা জীবনে হুমকি স্বরূপ হয়ে উঠেছে। কারণ আজকাল দেখা যায় অনেকের জীবনেই মিডিয়ার অনুশীলনই তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিকতা। মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষরা অনেক বার সচেতন করা সত্বেও অনেকে খ্রিস্টযাগের সময় মোবাইল টিপতে থাকে, ফোন রিসিভ করে, পরস্পরের সাথে কথা বলে। তাদের কাছে খ্রিস্টযাগের গুরুত্ব নেই বললেই চলে। আরো দুঃখজনক যে, কেউ কেউ দীক্ষা নিয়েছে, আন্যান্য সংস্কারও গ্রহণ করেছে; কিন্তু তারা গির্জায় যায় না, ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠানেই তাদের উপস্থিতি নেই। অত্যন্ত দুঃখজনক যে, যুব-জীবনে আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন নেই বললেই চলে।

এসব করার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে ,এর দু'একটি আমি উল্লেখ করতে চাই, যেমন- অলসতা, আধ্যাত্মিকতায় অনিহা, সন্ধ্যাবেলা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে গল্প গুজবে সময় কাটানো, না হয় মোবাইল টিপে টিপে সময় পার করে দেওয়া আর টিভিতে সিরিয়াল দেখতে দেখতে প্রার্থনার সময় আর হয়ে ওঠে না, কারো কারো বাড়ীতে পানীয় জলের আসর বসে গল্প-গুজব, গান বাজনা করে রাত কেটে যায়। পরের দিন খ্রিস্টযাগে যোগদান করার সময় হয় না। এ ভাবে দিনের পর দিন আধ্যাত্মিক অনুশীলন না করতে না করতে তারা জীবনে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা আর অনুভব করে না। আবার অনেকের জীবনে টিভির সিরিয়াল হল পরম আরাধ্য দেবতা; তাই তারা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে সন্ধ্যাবেলা টেলিভিশনের আরাধনা করে মিডিয়ার চরণে প্রণত হয়। পরিবারের আধ্যাত্মিকতার অভাবেই সন্তানেরা দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে, যুব সমাজ ঈশ্বর বিহীন জীবন যাপন করতে করতে সমস্যায় জর্জরিত হয়ে হতাশা-নিরাশায় ভোগে জীবন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, আত্মহত্যাকে চরম সমাধান ভেবে তাতেই আত্ম সমর্পণ করে।

অতএব আমাদের জীবনে যত অজুহাতই থাক না কেন, তবে ঈশ্বর বিহীন জীবন কিন্তু সত্যিকারে জীবন নয়। আমরা যদি ঈশ্বরকে না খুঁজি, তাঁকে অন্তরে ধারণ করার তাগিদ অনুভব না করি, তাঁর হাতে হাত রেখে তাঁর পথে পথ না চলি তাহলে পরপারে গিয়ে আমরা কার কাছে ঠাঁই পাব? ❑

# মা মারীয়ার নিকট প্রার্থনা হোক সবসময়

**এলড্রিক বিশ্বাস**

**বা**ংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর প্রতিটি ধর্মপল্লীতে এবং অনেক উপ ধর্মপল্লীতে মা মারীয়ার অগণিত ভক্তের জন্য আছে গ্রটো। তাই শুধু গৃহে মালা প্রার্থনা নয়, গ্রটোতে গিয়েও প্রার্থনা করে অনেকে। মা মারীয়া আমাদের অনেকেরই জীবনে প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর আশীর্বাদের অংশীদার। তাঁর কাছে প্রার্থনা করে অনেকেই ফল পেয়েছেন। মানুষ যখন বেশি বেশি সমস্যায় থাকে তখন তার প্রার্থনা ও আবেদনের দিকটি বেড়ে যায়। প্রতিদিন কোটি কোটি ভক্ত প্রার্থনা করে, যাচ্না করে মা মারীয়ার কাছে। আমরা মা মারীয়ার কাছে যা কিছু যাচ্না করি না কেন তিনি প্রার্থনার সাড়া দেন। অনেকের প্রার্থনা উদ্দেশ্যবিহীন থাকে অর্থাৎ সর্বজনীন মঙ্গলের প্রার্থনা। অনেকে প্রার্থনা করেন, মানত করেন, যাচ্না করেন।

প্রণাম মারীয়া, প্রসাদেপূর্ণা, প্রভু তোমার সহায়, তুমি নারীকূলে ধন্যা, তোমার গর্ভের ফল যিশুর ধন্য। হে পুণ্যময়ী মারীয়া ঈশ্বরের জননী, আমরা পাপী, এখনই আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা কর। আমেন। এই প্রার্থনাটি ইংরেজীসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হয় মারীয়া ভক্তদের মাধ্যমে। মা মারীয়া বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দর্শন দিয়েছেন বাণী দিয়েছেন ও তা বাস্তবায়িত হয়েছে। মা মারীয়া পর্তুগালের ফাতিমায় বহু বার দেখা দেন। তিনি যে বাণী রাখেন তা বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি নাস্তিকদের মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন যেন সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের আস্থা ফিরে আসে। তাই তিনি সচল ও প্রার্থনার অংশীদার হোন সর্বদা। প্রার্থনার ফল প্রাপ্তিতে অনেককেই সাড়া দেন। অনেকে তা জানান দেন, আবার অনেকে নীরব থাকেন।

বাংলাদেশে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের দিয়াং ধর্মপল্লীতে মা মারীয়ার তীর্থ হয় প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসের ২য় সপ্তাহে। বিশপ যোয়াকিম রোজারিও ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে দিয়াং-এর মা মারীয়ার তীর্থকে স্বীকৃতি দান করেন। অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে মা মারীয়ার তীর্থ হয় ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বারোমারীতে। তীর্থের মনোবাসনা নিয়ে মা মারীয়াভক্তরা তীর্থে অংশ নেয়। তাদের প্রার্থনা, মনের কথা জানায় মা মারীয়াকে। মানত করে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। মানত পূরণ হলে পরবর্তী বৎসরে গিয়ে ধন্যবাদ জানায়। মা মারীয়াভক্তরা জানে তাদের প্রার্থনা ফলবিহীন নয়। এমনকি অখ্রিস্টান ও অকাথলিক অনেকেই এখন মা মারীয়ার ভক্ত। এছাড়া রাজশাহীর বনপাড়ায়, দিনাজপুরে মা মারীয়ার নিকট প্রার্থনা করা হয়। খ্রিস্টভক্তদের জীবনে প্রার্থনা একটি গুরূত্বপূর্ণ অংশ। প্রার্থনা জীবনকে করে সাবলীল। প্রার্থনা জীবনের গতি এনে দেয়। মানুষ অসুস্থ হলে, গভীর বিশ্বাসে ও প্রার্থনায় সে উপকার পায়। প্রার্থনা তাই জীবনের অংশ। প্রার্থনাশীল মানুষ সৃষ্টিকর্তা পিতা পরমেশ্বর, মা মারীয়া ও প্রভু যিশুর আশীর্বাদ ও দয়া পেয়ে *থাকে। তাদের আপনজন হিসেবে প্রার্থনায়* বেঁচে থাকে।

প্রার্থনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার দরকার নেই যদি আপনি অতি ব্যস্ত *থাকেন। আপনার চলার পথে* মাত্র ৫ মিনিট ৫টি প্রণাম মারীয়া (৫টি নিগূঢ়তত্ব ধ্যান) মনে মনে বলবেন প্রতিদিন ১বার / ২বার / ৩বার। আপনি যাত্রাপথে, বাসে, অবসর সময়ে, কাজের ফাঁকে মালা প্রার্থনা করতে পারেন। আঙ্গুল টিপে করতে পারেন। মা মারীয়া আপনার প্রার্থনা শুনবেন। যখন আমি খ্রীষ্টাব্দ পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলাম, তখন একজন বিদেশী ফাদারের প্রার্থনা বিষয়ে সাক্ষাতকার নিয়েছিলাম ভাদুন সিএসি ফাদারদের প্রার্থনা গৃহে। বিশ্বব্যাপী যিনি ফাদার প্যাট্রিক পেইটন, সিএসসি'র মা মারীয়ার প্রার্থনা দলের সদস্য। সাথে ছিলেন প্রয়াত ফাদার পরিমল পেরেরা সিএসসি। ২০০৪ বা ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ হবে তখন, তিনি ভাদুন সেন্টারের দায়িত্বে ছিলেন। ঐ বিদেশী ফাদার বলেছিলেন যখনই সময় পাবে মালা প্রার্থনা করবে যা আমার জীবনের এখন নিত্য সঙ্গী। আমি সময় ও সুযোগ পেলেই মা মারীয়ার নিকট প্রার্থনা জানাই। এটা গভীরভাবে বিশ্বাস করি প্রার্থনা আপনাকে ভালো রাখবে সর্বদা।

পথে ঘাটে, ঘরে বাহিরে প্রতিদিন আপনার সময় সুযোগ অনুযায়ী ৫টি মালা প্রার্থনা করুন। মা মারীয়ার প্রতি আপনার প্রার্থনা হোক নিত্য সঙ্গী। মা মারীয়া কাউকে নিরাশ করেন না। যারা প্রার্থনার জীবনে আছেন, সবার জন্য, নিজের জন্য প্রার্থনা করুন। মা মারীয়া আমাদের সহায় হোন॥ ❑

# মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

Mothurapur Christian Co-operative Credit Union Ltd.
**ডাকঘরঃ** মথুরাপুর, **উপজেলাঃ** চাটমোহর, **জেলাঃ** পাবনা
রেজিঃ নং- ১/৮৪ সংশোধিত -১/২০০৮
মোবাইল নংঃ ০১৩০২-৩৯৮১২৯
*Email : mcccu1963@gmail.com*

স্মারক নং-৪/৬৪৯/২৩ তারিখ- ০৮/১০/২০২৩খ্রিস্টাব্দ

## ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সকল সম্মানিত সদস্য-সদস্যাকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৩/১১/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০ টার সময় মথুরাপুর সাধ্বী রীতার ক্যাথলিক ধর্মপল্লী প্রাঙ্গণে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৮ টা হতে শুরু হবে।

অতএব, উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিবেদনসহ যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

**আলোচ্য সূচী ঃ-**

০১। পরিচালক মন্ডলী বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন।
০২। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব বিবরণী পেশ ও অনুমোদন।
০৩। আগামী ২০২৩-২০২৪ ও ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের বাজেট পেশ ও অনুমোদন।
০৪। বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ ও অনুমোদন।
০৫। বিবিধ।
০৬। দুপুরের আহার।
০৭। লাকী কুপন ড্র।
০৮। সভার সমাপ্তি ঘোষণা।

সমবায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে –

আভাষ গমেজ
চেয়ারম্যান
মথুরাপুর খ্রি: কো-অপা: ক্রে: ইউ: লি:

সুবল গমেজ
সেক্রেটারী
মথুরাপুর খ্রি: কো-অপা: ক্রে: ইউ: লি:

**অনুলিপিঃ**
১. উপজেলা সমবায় অফিস।
২. জেলা সমবায় অফিস।
৩. জেনারেল ম্যানেজার, কাল্‌ব।
৪. অফিস নথি।

[বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রান্ত সরকারী জরুরী সকল নির্দেশনা পরিপালনীয়।]

বিজ্ঞ/০০০/২৩

# ভাওয়াল অঞ্চলে খ্রিস্টধর্মের উৎসের সন্ধানে

**জেরী মার্টিন গমেজ**

ভাওয়াল অঞ্চল কিংবা গাজীপুর জেলায় কালীগঞ্জ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে একচেটিয়া খ্রিস্টানদের বাস তা কিন্ত এমনি এমনি হয় নি। বাংলাদেশে যে কোন জায়গা থেকে এই অঞ্চলের খ্রিস্টানদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং এই অঞ্চলের খ্রিস্টানদের বংশধররা পরবর্তীতে স্থানান্তরিত হয়ে বাংলাদেশের পাবনা, রাজশাহী জেলাতে গিয়ে বসতি স্থাপন করছে। বাংলাদেশে একক উপজেলা বা থানা হিসেবে সবচেয়ে বেশি খ্রিস্টান বসবাস করে গাজীপুরের কালীগঞ্জে। কিন্ত এত খ্রিস্টান কিভাবে এই অঞ্চলটাতে আসল, তা আসলে আমরা বেশির ভাগ খ্রিস্টানই জানি না। কার মাধ্যমে কবে, কখন কিভাবে তা অনেকবার জানানোর চেষ্টা করা হলেও আমাদের মাঝে এই তথ্যগুলো জানার আগ্রহ কম। তবে যারা এই ইতিহাস জানে কিংবা যারা এই ইতিহাসকে আমাদের প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে পারত, আমাদের চার্চগুলোও এই ইতিহাসগুলোকে সঠিক ভাবে জানাচ্ছেনা বলেই আমার মনে হয়। যেমন দোম আন্তনী ডি' রোজারিও, এই নামটার সাথে কত জন পরিচিত। আমি হলফ করে বলতে পারি ভাওয়াল অঞ্চলের ২০% খ্রিস্টান এই লোকটার কথা জানে না। অথচ এই লোকটা না থাকলে আমাদের খ্রিস্ট ধর্মের বীজ কখনো গাজীপুরের কালীগঞ্জে বপন হত না। দুঃখ জনক হলেও সত্যি এই লোকটার স্মৃতিচারণ করে সুদীর্ঘ সময় একটা ভবন, অডিটোরিয়াম, কিংবা স্কুলের নামও রাখা হয়নি। রাখলে হয়ত বা আমাদের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নিশ্চয়ই কোন ক্ষতি হতো না। তবে সম্প্রীতি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে ঐতিহ্যবাহী নাগরী ধর্মপল্লীতে ধর্মপ্রদেশীয় পালকীয় কেন্দ্রের নাম দোম আন্তনীও রেখে ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কে এই দোম আন্তনীও, আর কেনই বা আমি উনার কথা বলছি, লেখাটা পড়লে আপনিও বুঝতে পারবেন। দোম আন্তনীও, যার জন্ম আনুমানিক ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে। দোম আন্তনীও ছিলেন ভূষনার রাজপুত্র। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৬ বছর বয়সে আরাকান মগরা বাংলায় লুটতরাজ করার সময়, বহু নারীও শিশুদের সাথে তাকেও বন্দী করে। কিন্ত যখন তার বংশ পরিচয় সমন্ধে জানতে পারে তখন মগেরা পর্তুগীজ নাবিকদের কাছে তাকে বিক্রি করে দেয়। দোম আন্তনীর পিতৃ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে অসমর্থিত সূত্র থেকে জানা যায় যে, বাংলার বারো ভূঁইয়াদের সীতারাম নামের একজন নবাব মুর্শীদকুলিখানের কাছ থেকে কয়েকটি গ্রাম ইজারা নেন এবং একটি রাজ্য গড়ে তুলেন। ধারণা করা হয়, এই সীতারামের ছেলে এই দোম আন্তনী ডি' রোজারিও। আর পর্তুগীজরা দোম আন্তনীও কে আগষ্টিনীয়ান ফাদার মানুয়েল ডি' রোজারিও এর নিকট পুনঃরায় বিক্রি করে দেয়। ফাদার তাকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করতে চাইলে সে তার নিজ ধর্ম ত্যাগ করতে চায়নি। কথিত আছে যে, স্বপ্নে যিশুখ্রিস্টের সাক্ষাতের পর অবশেষে উনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং ফাদার তার নাম রাখেন দোম আন্তনীও ডি' রোজারিও। যেহেতু ফাদার এর পদবী ছিল রোজারিও তাই উনি নিজের পদবী ছেলেটিকে দেন। "দোম" একটি পর্তুগীজ শব্দ, যার বাংলা হচ্ছে রাজপুত্র। দোম আন্তনীও এই নামটি আমাদের কাছে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত অজানাই ছিল। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে একজন জেজুইট, ফাদার হোস্টেন যিনি একজন ইতিহাসবিদ এবং গবেষক তিনিই আমাদের কাছে দোম আন্তনীওর পরিচয় করিয়ে দেন। Bangal Past and Present, নিবন্ধে The Three first type printed Bengali Books, আলোচনা করতে গিয়ে এই নামটার সাথে আমাদের পরিচয় করে দেন। এরপর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন আবার উনার প্রবন্ধে দোম আন্তনীও নামটার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তবে এই নামটার সাথে সবচেয়ে বেশি পরিচয় করিয়ে দেন, ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত দোম আন্তনীও সমন্ধে পর্তুগীজ ফাদারদের অনেক চিঠি ও প্রতিবেদন উদ্ধার করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম দোম আন্তনীও তথ্য নির্ভর জীবনী প্রকাশ করেন। তিনিই বলতে গেলে এই মানুষটাকে বঙ্গে খ্রিস্টান ইতিহাসের নায়ক হিসেবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। দোম আন্তনীও জন্মসাল ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে, ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে উনি অপহৃত হন এবং ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি, স্বজাতী এক মেয়েকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। শুধু তাই নয় উনি নিজের কাকীমা এবং তার অনেক আত্মীয় স্বজনকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। দোম আন্তনীও ধর্মগুরু ফাদার ম্যানুয়েল চট্রগ্রাম থেকে গোয়ায় বদলী হলে, দোম আন্তনীও চট্রগ্রাম ছেড়ে ঢাকায় আসেন। দোম আন্তনীও মাত্র ২৩ বছর বয়সে খ্রিস্টধর্মতত্ত্ব ও পর্তুগীজ ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। হিন্দু থেকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়া দোম আন্তনীও মাত্র দুই বছরে আমাদের এই ভাওয়াল অঞ্চলের প্রায় ২০ থেকে ত্রিশ হাজার মানুষকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। এখানে একজন ফাদারের নাম উল্লেখ করা দরকার, যিনি ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে নাগরী গ্রামটি ক্রয় করেন। ফাদার লুই দস আঞ্জস। ধারণা করা হয় মধুমতী নদীর ভাঙ্গণের ফলে এবং জমিদার কর্তৃক নির্যাতনের স্বীকার হওয়া খ্রিস্টানদের ভূষনার কোষাভাঙা থেকে নাগরীতে নিয়ে আসেন। নাগরীতে পরবর্তীতে উনি আরো পাচটি গ্রাম কিনেন? করান, তিরিয়া, বাগদী এই অঞ্চলগুলো। ফরিদপুর অঞ্চলের মানুষের সাথে আমাদের ভাওয়াল অঞ্চলের খ্রিস্টানদের ভাষাগত মিল থাকার একটা কারণ হচ্ছে, এই অঞ্চলের অনেক খ্রিস্টান ফরিদপুরের কোষাভাঙা থেকে আগমন করেছে। এখানে আরেকটি তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন, যা অপ্রিয় হলেও সত্যি। নাগরী গির্জার গায়ে যে সাল টা লেখা, মানে ১৬৬৩ এটি আসলে সঠিক নয়। কারণ নাগরীতে প্রথম গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান পুরানো কবর স্থানে, একটি মাটির ছনের ঘর তৈরীর মাধ্যমে। তাহলে নাগরীর গির্জার গায়ে ১৬৬৩ আসলো কোথা থেকে? তার কারণ কোষাভাঙ্গাতে চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে, সেই সাল কে স্মরণ করেই নাগরীর গির্জার স্থাপিত সাল ধরা হয়। নাগরীতে যে গির্জাটি বর্তমানে ব্যবহার করা হয় না, মানে পুরাতন ওই গির্জাটি স্থাপন করা হয় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে। যাই হোক, দোম আন্তনিও এত সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় যিশুখ্রিস্টের প্রেম কাহিনী শুনাতো যে, এতে করে বহু সংখ্যক নিম্ন বর্ণের হিন্দু এবং অনেক মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। এই কথা যখন সুবেদার শায়েস্তা খান শুনেন, তখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে দোম আন্তনীওকে কারাবন্দী করেন। তবে কোন এক অদ্ভুত কারণে শায়েস্তা খান দোম আন্তনীওকে কিছু দিনের মধ্যেই মুক্ত করে দেন। এবং উনাকে কিছু পতিত জমিও দান করেন। তবে শর্ত দেন কোন মুসলমানকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা যাবে না, তবে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা যাবে। তারপরেও অনেক মুসলমান ধর্মান্তরিত হয়েছেন, গোপনে। এই ভাওয়াল অঞ্চলের বেশির ভাগ খ্রিস্টানই, কামার, কুমার, তাতী, জেলে, মুচি, মেথর, চামার, থেকে ধর্মান্তরিত হওয়া। আঠারোগ্রামে যে সকল খ্রিস্টান আছে, তারা মূলত পর্তুগীজ এবং তাদের চাকর বাকরদের, পর্তুগীজ ব্যবসায়ী এবং সৈন্যদের বংশধর। এই যে কীর্তন, বিয়ের সময় সিঁদুর, পালাগান সবই হিন্দুদের থেকে আমদানী করা, কারণ আমরা কয়েক শ বছর পূর্বে হিন্দুই ছিলাম। এবার আসি, দুই যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া বিবাদে। এই অঞ্চল, প্রথম থেকেই আগষ্টিন ফাদাররা পরিচালনা করত। দোম আন্তনীওর এই অঞ্চলে আসার প্রধান কারণ ছিল, এখানে আগষ্টিনীয়ান ফাদাররা ছিল। একজন ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান একাই, পুরোহিত না হয়েও কিভাবে এত মানুষকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করল, এই বিষয়টি পুরো ইউরোপে চর্চার বিষয় হয়ে গেল। বিশেষ করে জেজুইটদের কাছে। যদিও এই বাংলায় রাজা প্রতাপাদিত্যের সময় জেজুইটরা যশোহরে মিশন স্থাপন করেছিলেন, কিন্ত রাজনৈতিক কারণে তারা সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। জেজুইটরা জানতে পারে, যে এই দোম আন্তনীওর মাধ্যমে ত্রিশ হাজার মানুষ খ্রিস্টান হয়েছেন, কিন্ত এই মানুষগুলোর জন্য কোন যাজক নেই। **(চলবে)**

# Vacancy Announcement for an Officer-Accounts:

We are going to appoint an **Officer-Accounts** in the Morning Star Co-operative Credit Union Ltd. Interested candidates may apply as per the qualities mentioned below.

**Qualities for the Candidates:**

Should have Masters in Accounting (M.Com.)/ MBA (Major in Accounting/Finance)
Should have sound knowledge in MS Word, MS Excel, MS Power Point.
Male candidate will be preferred and age limit from 30 to 35 years.
Married and peaceful family person will be preferred.
Bike holder and driving will be preferred.
Experience will be considered in Financial Organization.
Should have sound health and positive attitude with pleasant personality.
Cultural involvement will be preferred.
Must stay in Dhaka city along with decent family.
Salary will be negotiatble.
Should be efficient in English language speaking & writing.

Applications should be submitted within 30 October 2023 with full CV and all photocopies of educational certificates, one photo through the mentioned following **E-mail or Office address.** Selected applicants will be called for the interview.

**Chief Executive Officer**
The Morning Star Co-operative Credit Union Ltd.
626/1, Baro-Moghbazar, Dhaka-1217.
**mstarfwc@yahoo.com**

বিজ্ঞ/৩১২/২৩

# মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ক-১১৮/৫, মহাখালী দক্ষিণপাড়া, ঢাকা-১২১২।

## ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "মহাখালী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:"-এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৭/০৮/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত, ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক, অত্র সমিতির "২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা" আগামী ০৩ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০ টায়, লূর্দের রাণী মিলনায়তন, ক-১১৮/২০, মহাখালী দক্ষিণপাড়া, গুলশান, ঢাকা-১২১২ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে।

অতএব, "২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা" সুষ্ঠ ও সুন্দর ভাবে সম্পাদন করতে সকাল ৯টা হতে ১০টায় উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে সভাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সকল সদস্য/সদস্যাদের বিনীত অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে -

**কবিতা গ্লোরিয়া গমেজ**
সম্পাদক
ম.খ্রী.কো.ক্রে.ইউ.লি:

[বি.দ্র: রেজিষ্টেশন সম্পন্ন করার সময় পরিচয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমিতি প্রদত্ত পরিচয়পত্র/ছবি ও সীলমোহর যুক্ত পাশ (শেয়ার) বই সাথে আনতে হবে]

বিজ্ঞ/৩১৭/২৩

বাংলার জনপদ থেকে

# খ্রিস্টীয় সাহিত্য- গ্রন্থমেলা

ফাদার সুনীল রোজারিও

আধুনিক ডিজিটাল যুগেও প্রকাশনা গণমাধ্যমের ভূমিকা খাটো করে দেখার উপায় নেই। শত শত বছর ধরে এই মাধ্যম স্ব-মহিমায় টিকে আছে। কেউ কেউ ভেবেছিলেন- ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়াকে ধ্বংস করে দিবে। কিন্তু আদতে দেখা যাচ্ছে, ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়াকে আরো নিখুঁত হওয়ার জন্য সহায়তা দিচ্ছে। ইতিহাস বলে যে, ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে চীন দেশের দুনহুয়াংগ স্থানে বৌদ্ধদের জন্য ডাইমন্ড সুত্রা নামে সর্বপ্রথম বই ছাপা হয়েছিলো। অক্ষরগুলো ছিলো টুকরো টুকরো কাঠ দিয়ে তৈরি। সেটা ছিলো টাংগ বংশীয় যুগ। যে যুগ ছিলো কবিতা, ভাস্কর্য এবং বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগ। তবে আধুনিক ছাপাখানার ইতিহাস শুরু হয় ইউরোপে। স্বর্ণকার যোহান্নেস গুটেনবার্গ রাজনৈতিক কারণে জার্মান দেশের মেইঞ্জ থেকে ফরাসি দেশের ট্রাসবোর্গ নির্বাসনে থাকাকালে ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে ছাপাখানা তৈরির কাজ শুরু করেন। নির্বাসন শেষে মেইঞ্জ শহরে ফিরে এসে ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দে একটি বহনযোগ্য ছাপাখানা বিশ্ববাসীকে উপহার দেন। সেটাই আরো উন্নত হয়ে আজকের ছাপাখানা। গুটেনবার্গের ছাপাখানায় যে বইটি প্রথম ছাপা হয়েছিলো, সেটা ছিলো পবিত্র বাইবেল। আমরা আজকে যে গ্রন্থগুলোকে খ্রিস্টীয় সাহিত্য বলি, সেগুলো বাইবেলের শিক্ষার আলোকেই লিখিত।

আর না হলেও বছরে একবার ঢাকা শহরে যাই। একুশের বই মেলার লোভ সামলাতে পারি না বলে এই যাওয়া। মূখ্য উদ্দেশ্য শুধু বই কেনা নয়- বই দেখা। মুক্তধারা প্রকাশনী সংস্থার কর্ণধার চিত্তরঞ্জন সাহা ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমির সামনে চট বিছিয়ে বই সাজিয়ে যে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন- সেটাই আজকের অমর একুশে গ্রন্থমেলা। ভাষা আন্দোলন এবং যারা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন তাদের প্রতি উৎসর্গ এই অমর একুশে গ্রন্থমেলা। কতো রকমের বই, কতো রকমের মলাট, কতো রকমের শিরোনাম, কতো লেখক- প্রবীণ লেখক, নবীন লেখক। মুক্তিযুদ্ধের বই, রাজনীতির বই, ইতিহাসের বই, অর্থনীতির বই, দর্শনের বই, প্রেমের বই, কবিতার বই, শিশুদের বই। বই পড়ে মানুষ উদার হবে এই ভেবে আনন্দিত হই। আমরা যখন হাই স্কুল, কলেজে পড়তাম- তখন এতো লেখক ছিলেন না এবং এতো বইও ছিলো না। উপন্যাস বলতে ড. নিহারঞ্জন গুপ্ত এবং কিষান চন্দর, মাসুদ রানা সিরিজ। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিম চন্দ্রের বই আর নজরুলের বই ছিলো কলেজে বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যবই। যাই হোক, গ্রন্থ মেলায় বই দেখার ফাঁকে স্টলগুলোতে খুঁজি- খ্রিস্টানদের লেখা কোনো উপন্যাস, খ্রিস্টীয় সাহিত্যের বই আছে কীনা। ইদানিং বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থার স্টলে খ্রিস্টানদের লেখা এক দুইটা বই দেখা যায়। এই লেখকদের অভিনন্দন জানাই। এবার আসতে চাই মূল আলোচনায়, খ্রিস্টীয় সাহিত্য-গ্রন্থমেলা।

কিছুদিন আগেও ইচ্ছা ও সামর্থ থাকা সত্বেও অনেক লেখক ছাপাখানার অভাবে বই ছাপানোর বিষয়টি মাথায় আনতেন না। বই ছাপানোর জন্য জেলা শহরে যেতে হবে নতুবা ঢাকা শহরে। আর একটি বড় সমস্যা ছিলো লেটার প্রেসের কারণে বার বার প্রুফ দেখা- সে সময় কোথায়। এখন আর সেই ঝামেলা নেই। আজকে প্রকাশনা শিল্প সহজ হওয়ার কারণে প্রতিটি জেলা শহর, এমনকী উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়েও আধুনিক ছাপাখানা ব্যবসা করছে। কম্পোজের জন্য আশেপাশে কম্পিউটারের অভাব নেই। এছাড়া এখন ঘরে ঘরে কম্পিউটার। ফলে গ্রাম এলাকা থেকেও বই প্রকাশিত হচ্ছে। বলা যায় প্রিন্ট মিডিয়া এখন একেবারে হাতের নাগালে। তবে সমস্যা হলো মার্কেটিং ব্যবস্থা নিয়ে। চার্চের মধ্যে সম্মিলিত একটি মার্কেটিং ব্যবস্থা না থাকায় বা ধর্মপ্রদেশগুলোতে বিক্রি ও প্রর্দশনীর ব্যবস্থা না থাকায়- খ্রিস্টীয় সাহিত্যের বই পাঠকদের কাছে অজানা থেকে যাচ্ছে। তাতে করে লেখকদের উদ্দেশ্য সফল হলো না এবং পাঠকগণ বঞ্চিত হলেন- লেখকগণ কী ভাবছেন, কী বলতে চান, আধুনিক মানব সমাজ ও চার্চ নিয়ে তাদের চিন্তা ভাবনা থেকে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন লেখকগণ যার কারণে লেখালেখি বা প্রকাশনার উদ্যোগ তারা হারিয়ে ফেলছেন। এতে কিন্তু খ্রিস্ট মণ্ডলীরও ক্ষতি হচ্ছে। বৃহত্তর সমাজের কাছে আমাদের পরিচয় সংকীর্ণই থাকছে। এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার একটাই উপায় হলো- প্রথম পর্যায়ে রাজধানীতে খ্রিস্টীয় সাহিত্য-গ্রন্থমেলার আয়োজন করা। আমার লক্ষ্যের প্রশ্নটি আমি এখানেই করতে চাই- কে বা কারা উদ্যোগ নিবেন "খ্রিস্টীয় সাহিত্য - গ্রন্থমেলা" আয়োজনে?

আর একটি বিষয় না বললেই নয় আর সেটা হলো- খ্রিস্টান লেখক সম্মেলন। মাঝে মধ্যে সমাজ মাধ্যমে দেখা যায় ঢাকায় বসবাসরত বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরামের বৈঠক ও সাহিত্য আড্ডা। বিষয়টি খুব ভালো তবে প্রশ্ন হলো- এই বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরামে কারা প্রতিনিধিত্ব করছেন? গোটা খ্রিস্টমণ্ডলী? সাহিত্য আড্ডায় কোন্ লেখকের বই নিয়ে আলোচনা করা হয়? সব খ্রিস্টান লেখক শুধু কী ঢাকা শহরে বসবাস করেন? আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি- যে সব খ্রিস্টান লেখকদের বই নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে তাদের বেশিরভাগই ঢাকার বাইরে বসবাস করেন। এই প্রসঙ্গে আমার পরামর্শ হলো- একটি কেন্দ্রীয় খ্রিস্টান লেখক ফোরাম গঠন করে তার অধীনে ধর্মপ্রদেশীয় খ্রিস্টান লেখক ফোরাম গঠন করা যায় কী-না? আর ধর্মপ্রদেশীয় ফোরামের সদস্যদের নিয়ে বছরে একবার খ্রিস্টীয় সাহিত্য - গ্রন্থমেলার আয়োজন করা যেতে পারে। এতে করে একই সময়ে বই পরিচিতি এবং লেখক পরিচিতি, দু'টোই হতে পারে। তবে এই গ্রন্থমেলার আয়োজন কে করবে? এই ব্যাপারে প্রথমেই আমি বলতে চাই সিবিসিবি'র অধীনে খ্রিস্টীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের কথা। সিবিসিবি'র অধীনে এই কমিশনে বাংলাদেশের সব ধর্মপ্রদেশ থেকে প্রতিনিধি রয়েছেন- যারা স্থানীয়ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এক কথায় খ্রিস্টীয় সাহিত্য গ্রন্থমেলা আয়োজনের দায়িত্ব নিতে পারে এই কমিশন। একমাত্র সিবিসিবি'র দিক্‌নির্দেশনায় এই আয়োজন সম্ভব, নতুবা নয়। ছুটির দিনগুলোতে, সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে এই খ্রিস্টীয় গ্রন্থ মেলার জন্য তেজগাঁও চার্চ প্রাঙ্গন, নটর ডেম কলেজ চত্বর এমনকি সিবিসিবি চত্বরে আয়োজন করা যেতে পারে।

সবশেষে বলতে চাই, খ্রিস্টীয় সাহিত্য মেলা নিয়ে ভাবনা থাকলেও পাড়াগায়ে থেকে ততো কিছু করার নেই। তাই ভাবলাম দেখা যাক পত্রিকার পাতায় লিখে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নজর আকর্ষণ করা যায় কীনা। বিষয়টি ভেবে দেখার অনুরোধ রইলো। পাঠকদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা॥ ❑

# সবল ও দুর্বলের গল্প

**অনুবাদ : জাসিন্তা আরেং**

বনের ভিতর একটা অহংকারী সেগুন গাছ ছিলো। দেখতে বেশ লম্বা ও শক্তিশালী। সেখানে এই গাছটির পাশেই ছোট্ট একটা ঔষধি গাছও ছিলো। সেগুন গাছটি সেই ঔষধি গাছটিকে বললো যে, আমি সবচেয়ে সুন্দর এবং শক্তিশালী। আমাকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। এই কথা শুনে ঔষধি গাছটি সেগুনকে বললো, বন্ধু, অতিরিক্ত অহংকার কিন্তু মোটেই ভালো নয়। এমনকি শক্তিশালীরাও একসময় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। সেগুন গাছটি ঔষধি গাছের কথা শুনেও না শোনার ভান করে রইলো, তার কথার কোন গুরুত্ব দিলো না। বরং নিজের প্রশংসায় আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

সজোরে যখন বাতাস বইলো, তখনও সেগুন গাছটি গর্বের সাথে দাঁড়িয়ে রইলো। এমনকি বর্ষা ও বসন্তেও সে মাথা উঁচু করে শাখা-প্রশাখার বিস্তার করে দাঁড়িয়ে ছিলো। সেই ঋতুগুলিতেও ঔষধি গাছটি মাটিতে নুয়ে পড়েছিলো। ঔষধি গাছটির এই দুর্বলতা দেখে সেগুন গাছটি ভারী মজা পাচ্ছিলো।

একদিন বনের উপর দিয়ে ভীষণ ঝড় বয়ে গেলো। ঔষধি গাছটি আবারও নুয়ে পড়লো। কিন্তু বরাবরের মতই সেগুন গাছটি সগৌরবে দাঁড়িয়ে রইলো। ঝড় আরও শক্তিশালী হলো। এসময় সেগুন গাছ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। সে চেষ্টা চালিয়ে গেলো কিন্তু কিছুতেই হলো না। সে উপলব্ধি করলো যে, তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। এভাবেই অহংকারী গাছটির পতন ঘটলো।

যখন ঝড় থামলো, সব কিছু স্বাভাবিক হলো, ঔষধি গাছটি আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সে তার চারপাশে তাকিয়ে দেখলো যে, সেই অহংকারী সেগুন গাছটি মাটিতে পড়ে আছে। সে আর তার অহংকার নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। রীতিমত অবাক হলো সে!

কাজেই, বন্ধুরা, অহংকার করা কখনও উচিত নয়। যে যতই শক্তিশালী বা প্রভাবশালী হোক না কেন, অহংকার বা গর্ব করতে নেই কখনও। কারণ শক্তি ও সামর্থ কোনটাই কখনই স্থায়ী নয়॥ ❑

Scource: Story of Weak and Strong

## কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

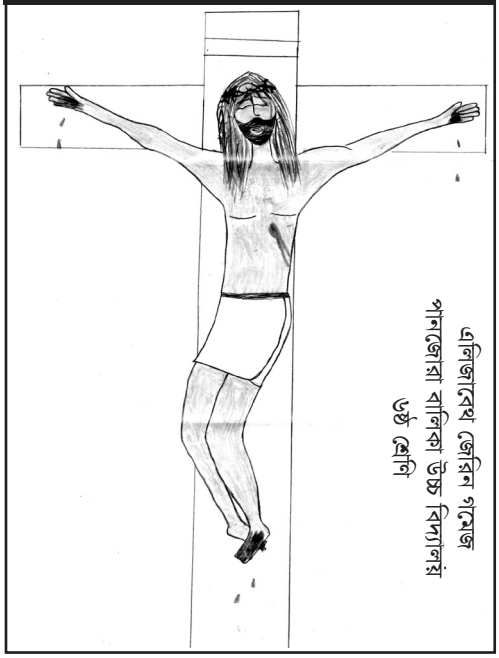

এলিজাবেথ জোয়েল গমেজ
পানজোরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
ষষ্ঠ শ্রেণী

## চার লাইনের ছড়া

**মিল্টন রোজারিও**

(১)
আজও মানুষ চিনলো না 'যিশু'কে
প্রতিক্ষায় আছে তিনি
আবার আসবেন,
শেষ বিচার তিনিই
এসে করবেন
সঙ্গে করে তাদেরই স্বর্গে
নিয়ে যাবেন।

(২)
যারা 'যিশু' কে জানে না
তারা তো স্বর্গকেও জানে না,
সারা জগতের কিতাব পড়লেও
'যিশু' বলবেন তোমাদের
আমি চিনি না!!

## চাষী

**এ্যাড. এ. কে. এম. নাসির উদ্দীন**

চাষীরা খাদ্য ফলায় বিধায় মোরা খেতে পাই
চাষীরা ফসল না ফলালে না খেয়ে মোরা মরে যায়।
চাষীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল
উৎপাদন করে
চাষীরা খাদ্য উৎপাদনে যাতে আগ্রহ না হারায়,
মূল্যায়ন করে চাষীদের রাখতে হবে ধরে।
চাষা বলে চাষীদের দেওয়া যাবে না আর গালি
চাষী ফসল উৎপাদন না করলে ফসলের মাঠ
থাকবে খালি।
চাষী মোদের জীবন বাঁচায়, চাষীরাই মোদের প্রাণ
বিশ্ব খাদ্য দিবসে তাইতো গাই মোরা
চাষীদের জয়গান।
চাষী বাঁচলে বাঁচবো মোরা কথা মিথ্যা নয়
চাষীরা যদি ফসল ফলায় খাদ্যের ব্যাপারে
নাহি করি ভয়।
চাষীরা যদি ভালো না থাকে, তাহলে মোরা
কিভাবে সুন্দর দেশ গড়ি
চাষীদের মূল্যায়ন করে মোরা সুন্দর দেশ
গড়তে পারি।
চাষীরা যদি না খেয়ে থাকে,
পেটে না থাকে ভাত
বন্ধ হয়ে যাবে শিল্প কারখানা
সকল ধরনের তাঁত?
চাষীর গায়ে যদি না থাকে জামা, বউয়ের
পরনে যদি থাকে ছেঁড়া শাড়ি
কী হবে মোদের দিয়ে দামি বাড়ি-গাড়ি?
চাষীর ছেলেমেয়ে যদি অর্থাভাবে লেখাপড়া না
করতে পারে
চাষীর জন্য এর চেয়ে বড় কষ্ট
আর কি হতে পারে?
চাষী কন্যার যদি অর্থাভাবে সুযোগ্য পাত্রে না
দিতে পারে বিয়ে
কি হবে মোদের সমাজে এত অর্থকড়ি ও
মানসম্মান দিয়ে।
চাষীরা যদি উৎপাদিত ফসলের
ন্যায্য মূল্য না পায়
কি করে তাহলে চাষীরা ফসল উৎপাদনে
উৎসাহ পায়?
চাষীরা যদি বলে, "করবো না মোরা ধান চাষ,
করবো না কোনো ফসল চাষ"
সত্যি মোরা না খেয়ে মরে যাবো, আর হবে না
মোদের ইহ জগতে বসবাস।
প্রতি বছর ১৬ই অক্টোবর "বিশ্ব খাদ্য দিবস"
পালন করি
চলুন সবে চাষীদের সাথে নিয়ে স্মার্ট
বাংলাদেশ গড়ি॥

# আলোচিত সংবাদ

## পদ্মা রেল সেতু উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

অবশেষে বহুল কাঙ্খিত পদ্মা রেল সেতু উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার (১০ অক্টোবর) দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে ডিজিটাল সুইচ টিপে তিনি উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন করেন। সকাল ১০টা ১০ মিনিটে সড়ক পথে মাওয়ার উদ্দেশ্যে গণভবন থেকে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী। পদ্মা রেল সেতু উদ্বোধনের জন্য বেলা ১১টায় মাওয়া পৌঁছান তিনি। তিনি মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্যও দেন।

স্মার্ট বাংলাদেশে সবকিছু স্মার্ট হবে এটাই লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের ঢাকা-ভাঙ্গা অংশের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাওয়া রেলস্টেশন প্রাঙ্গণ থেকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পদ্মা সেতু নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন বন্ধ করেছিল, কিন্তু আজ নিজের টাকায় পদ্মা সেতু করে বাংলাদেশ সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে। দেশের সকল জেলাকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা নিয়েছি উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, ২০৪১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ উন্নত-সমৃদ্ধ, আরামদায়ক, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে।

নির্বাচন নিয়ে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের মেয়াদেই সবচেয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়। তাই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কেউ যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলতে না পারে সে ব্যাপারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

রেলমন্ত্রী মো. নুরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য (মুন্সিগঞ্জ-২) সাগুফতা ইয়াসমিন, সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ ও বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট মেয়ে শেখ রেহানাও উপস্থিত ছিলেন।

## চালু হচ্ছে মেট্রোরেলের আরও তিন স্টেশন

আগামী ২৯ অক্টোবর দেশের প্রথম মেট্রোরেলের আগারগাঁও-মতিঝিল অংশ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর পরই এই অংশের তিনটি স্টেশন চালু করা হবে। স্টেশন গুলো হচ্ছে- ফার্মগেট, সচিবালয় ও মতিঝিল।

মঙ্গলবার ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এমএএন সিদ্দিক নিজ কার্যালয়ে গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, আমরা জানতে পেরেছি, প্রধানমন্ত্রী ২৯ অক্টোবর মেট্রোরেলের আগারগাঁও-মতিঝিল অংশের উদ্বোধন করবেন। এখনো আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা পাইনি। পরবর্তীতে চতুর্থ স্টেশন হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন চালু করা হবে।

এছাড়া তিনি আরও বলেন, আমরা আগামী তিন মাসের মধ্যে আগারগাঁও-মতিঝিল অংশের সাতটি স্টেশন চালু করব।

তিনি জানান, শুরুতে আগারগাঁও-মতিঝিল অংশে সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মেট্রোরেল চলাচল করবে। তিন মাস পর সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল চালানো হবে। তিন মাস পরে মেট্রোরেল চালানোর সময় আরও বাড়ানো হবে। তারপরে কোনো সাপ্তাহিক বন্ধ থাকবে না। প্রতিদিন মেট্রোরেল চালানো হবে।

বর্তমানে প্রতি শুক্রবার বন্ধ থাকে মেট্রোরেলের চলাচল।

## বায়ু দূষণে বিশ্বের ১০০ শহরের মধ্যে তৃতীয় ঢাকা

বায়ু দূষণে বিশ্বের ১০০টি শহরের মধ্যে ঢাকার অবস্থান তৃতীয়। বুধবার সকাল ৯টায় আইকিউএয়ারের বাতাসের মানসূচকে (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স-একিউআই) এ সময় রাজধানী ঢাকার স্কোর ছিল ১৭৯। বাতাসের এ মান 'অস্বাস্থ্যকর' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ঢাকায় অক্টোবর মাস থেকেই বায়ুদূষণ বেশি হয়। এবার মাসের শুরুতে বৃষ্টি থাকার কারণে বায়ুদূষণ কম ছিল। ফলে বৃষ্টি কমে যাওয়াতে বাড়তে থাকে দূষণ।

বুধবার (১১ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে দূষিত বায়ুর শহরগুলোর তালিকায় শীর্ষ স্থানে আছে ইরাকের বাগদাদ, স্কোর ২৪৮। দ্বিতীয় স্থানে আছে ভারতের মুম্বাই, স্কোর ১৮৬।

বায়ু দূষণের এ পরিস্থিতি নিয়মিত তুলে ধরে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা এই লাইভ বা তাৎক্ষণিক একিউআই সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটা নির্মল বা দূষিত, সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় এবং সতর্ক করে।

## আবারও শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত আফগানিস্তানে

শক্তিশালী ভূমিকম্পে আবার কেঁপে উঠল আফগানিস্তান। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬.৩। গত শনিবার ভূমিকম্পে দুই হাজারের বেশি মানুষ নিহত হওয়ার পর বুধবার সকালে আরেকটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানল।

যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা বা ইউএসজিএস জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বুধবার (১১ অক্টোবর) ভোর ৫টা ১০ মিনিটের দিকে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে।

সর্বশেষ কম্পনে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। তবে এই অঞ্চলের সব কিছু ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। গ্রামগুলোর সামান্যই অবশিষ্ট আছে। ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্পটি হেরাত প্রদেশের রাজধানীর বাইরে প্রায় ২৮ কিলোমিটার (১৭ মাইল) এবং ১০ কিলোমিটার (ছয় মাইল) গভীরে ছিল।

এর আগে শনিবার (৭ অক্টোবর) সকালে প্রথমে ৬.৩ তীব্রতার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আফগানিস্তানে আঘাত হানে। এই ভূমিকম্পের পর দেশটিতে ৫.৫, ৪.৭, ৬.৩ ও ৫.৯ মাত্রার চারটি শক্তিশালী আফটারশক অনুভূত হয়।

জীবিতরা সারা দিন গণকবরের জন্য কবর খনন করছে। জিন্দা জান জেলার একটি মাঠে বুলডোজারের সাহায্যে সারি সারি কবর খনন করা হচ্ছে। তালেবান কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গত ভূমিকম্পের পর হেরাতজুড়ে দুই হাজারেরও বেশি লোক মারা গেছে। তারা পরবর্তী সময়ে আবার বলেছেন, ভূমিকম্পে হাজার হাজার মানুষ নিহত ও আহত হয়েছে; কিন্তু হতাহতের সঠিক সংখ্যা উল্লেখ করেননি।

## ইসরায়েলে হামাসের হামলা সম্পূর্ণভাবে শয়তানের কাজঃ বাইডেন

ইসরায়েলের নিরস্ত্র মানুষের ওপর হামাস সদস্যরা যেভাবে হামলা চালিয়েছেন, তাকে সম্পূর্ণভাবে শয়তানের কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ও মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্যসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনালাপের পর একথা বলেছেন তিনি।

হামাসকে রক্তপিপাসু আখ্যায়িত করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, হামাসের এই হামলা জঙ্গি গোষ্ঠী আইএসের (ইসলামিক স্টেট) সবচেয়ে নৃশংসতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইসরায়েলে এক হাজারের বেশি বেসামরিক নাগরিককে হত্যার জন্য হামাসের কঠোর নিন্দা করেন জো বাইডেন। নিহত এসব ব্যক্তির মধ্যে অন্তত ১৪ জন আমেরিকার নাগরিক বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

জো বাইডেন বলেন, 'হামাস ফিলিস্তিনের জনগণের জন্য দাঁড়ায়নি। তাঁরা ফিলিস্তিনের জনগণকে মানববর্ম হিসেবে ব্যবহার করছে।' ইহুদি জনগোষ্ঠীর জন্য দুঃখপ্রকাশ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'এটা নতুন নয়। গত শতকজুড়ে যে ইহুদিবিদ্বেষ চলে এসেছে, সেই কষ্টদায়ক স্মৃতিকে সামনে এনেছে এই ঘটনা।'

গত শনিবার ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস আকাশ ও স্থলপথে আক্রমণ করে ইসরায়েলিদের ওপর। এতে কয়েক'শ মানুষ নিহত হন। এ ঘটনায় পাল্টা হামলা চালায় ইসরায়েল। দুই পক্ষের লড়াইয়ে এ পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন॥

তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, কালের কণ্ঠ, জনকণ্ঠ

# বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

**ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু**

## যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের

ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইস্রায়েলের মধ্যকার সংঘাত থামানোর আহ্বান জানিয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। গত ৮ অক্টোবর ভাতিকান সিটিতে সাধু পিতরের চত্বরে আগত তীর্থযাত্রীদের মাধ্যমে সারাবিশ্বের কাছে তিনি তাঁর আবেদন তুলে ধরেন। পোপ বলেন, 'ইস্রায়েল-ফিলিস্তিনে যা ঘটছে তা আমি উদ্বেগ-শঙ্কা ও যন্ত্রণার সাথে প্রত্যক্ষ করছি। সেখানে এত দ্রুত সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে যে শত শত মানুষের হতাহতের ঘটনা ঘটছে। হামাস-ইস্রায়েল সংঘাতের কারণে যারা মারা গিয়েছেন ও আহত হয়েছেন, তাদের স্বজনদের সমবেদনা জানাচ্ছি। যারা ঐ সংঘাত ও যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা করছে, তাদের জন্য প্রার্থনা করি।" পোপ ফ্রান্সিস বলেন, সন্ত্রাসবাদ ও যুদ্ধ কোনো সমাধানের দিকে নিয়ে যায় না। বরং অনেক নিরীহ মানুষকে মৃত্যু ও কষ্টের দিকে নিয়ে যায়। তাই দয়া করে হামলা ও অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করুন। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে, সন্ত্রাসবাদ ও যুদ্ধে কোনো সমাধান নেই। কিন্তু যুদ্ধের ফলে ঘটে প্রাণহানি এবং নিরপরাধ মানুষের সীমাহীন কষ্ট। যুদ্ধ হলো সর্বনাশী। প্রত্যেক যুদ্ধই সর্বনাশ ডেকে আনে। আসুন আমরা ইস্রায়েল ও ফিলিস্তিনের জন্য সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করি।"

উল্লেখ্য ৭ অক্টোবর শনিবার সকালে ইস্রায়েলে 'আল আকসা ফ্লাড' অপারেশন শুরু করে হামাস। এখন পর্যন্ত দেশটিতে মৃতের সংখ্যা প্রায় ৭০০ ছাড়িয়েছে। অপরদিকে ইস্রায়েলের পাল্টা হামলায় অনেক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। হতাহতের এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

## *ফিলিস্তিনের গাজার পালক পুরোহিতের পোপ মহোদয়ের ফোন কলের বর্ণনা*

হামাসের সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে গাজার উপর ইস্রায়েলের আক্রমণ শুরু হলে পোপ ফ্রান্সিস গাজার পালক পুরোহিত ফাদার গাব্রিয়েল রোমান্নেলীকে ফোন করে সেখানকার জনগণের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানতে চান। ফাদার রোমানেল্লী ভাতিকান নিউজকে জানান, পোপ মহোদয় টেলিফোনের মাধ্যমে গাজার এই ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সমাজের খোঁজ রাখছেন। ইতোমধ্যে তিনি দু'বার টেলিফোন করেছেন। বর্তমানে বেথলেহেমে অবস্থানরত ফাদার রোমানেল্লী তার ভক্তজনগণের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রাখছেন এবং পোপ মহোদয় ফোন করায় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। ফোন কলের মধ্যদিয়ে পোপ মহোদয় গাজার বিশ্বাসীদের সাথে তাঁর নৈকট্য প্রকাশ করে তাদের জন্য প্রার্থনা উৎসর্গ করেছেন।

১৫০টি গৃহহারা পরিবারের গৃহ হয়ে উঠেছে গাজা ধর্মপল্লীটি যেখানে তারা বোমার আঘাত থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছে। ইস্রায়েলী আগ্রাসী আক্রমণের ছোবল ইতোমধ্যে গাজার সবখানেই পরীলক্ষিত হচ্ছে কিন্তু খ্রিস্টান সমাজের কেউ মারা গিয়েছে তা জানা যায়নি। গত মঙ্গলবার পর্যন্ত গাজাতে ৭৭০জন নিহত এবং ৪০০০ জন আহত হয়েছে। পোপ মহোদয় ধর্মপল্লীর সকলকে তাঁর আশীর্বাদের মাধ্যমে মণ্ডলীর একাত্মতা ও নৈকট্য প্রকাশ করেন।

## সিনড: যখন মণ্ডলীর দ্বার উন্মুক্ত তখনই মণ্ডলী সর্বোত্তম

আনুষ্ঠানিকভাবে ৪ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া সিনড সভা শেষ হবে ২৯ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে। এ মহাসভায় ভোটদানের ক্ষমতা থাকবে ৩৫০জনের। গত ৪ অক্টোবর প্রকৃতিপ্রেমী মহান সাধু আসিসির ফ্রান্সিসের পর্বদিনে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মধ্যদিয়ে শুরু হয় সিনড। ভাতিকানে সাধু পিতরের চত্বরে অনুষ্ঠিত বিশপ সিনডের ষোড়শ সাধারণ সভার উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগে তিনি সকলকে বিশ্বাসে ও আনন্দে পবিত্র আত্মার সাথে পথ চলতে আহ্বান করেন। একইসাথে আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পদাঙ্ক অনুসরণের আহ্বান জানান। সাধু ফ্রান্সিসের প্রতি যিশুর আহ্বান, "আমার মন্দির মেরামত করতে যাও" এই কথা স্মরণ করে পুণ্যপিতা বলেন, "এই সিনড আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, "আমাদের মাতা মণ্ডলীর সব সময় শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন আছে" এবং তিনি ভক্ত জনগণকে পবিত্র মঙ্গলবাণীর হাতিয়ার - নম্রতা, একতা ও ভালবাসা" গ্রহণ করতে বলেন।

সাধারণ সভার প্রারম্ভে পোপ বলেন, "আমাদের নিছক মানবিক কৌশল; যা রাজনৈতিক হিসাব বা আদর্শগত প্রতিযোগিতা দিয়ে গঠিত তার দরকার নেই।" কিন্তু যিশুর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পথ চলতে হয় যিনি পিতাকে মহিমান্বিত করেন এবং ক্লান্ত ও নিপীড়িতদের স্বাগত জানান।"

পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের উদ্ধৃতি দিয়ে পোপ ফ্রান্সিস বলেন, সিনডের সামনে এসে মৌলিক প্রশ্ন উঠে, "আমরা কিভাবে বাস্তবতার সাথে একাত্ব হতে পারি"। বিশেষভাবে যিশুর মত ঈশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে 'সবচেয়ে দুর্বল, নিপীড়িত ও পরিত্যক্তকে' স্বাগত জানাতে পারি। যিশুর এই গ্রহণীয় মনোভাব আমাদের একটি গ্রহণীয় মণ্ডলী হবার আমন্ত্রণ জানায়, আমাদের একটি অভ্যন্তরীণ মনোভাবের দিকে আহ্বান করে যা আমাদের নির্ভয়ে একে অন্যের মুখোমুখি হতে সাহায্য করবে। উপদেশের শেষাংশে পোপ মহোদয় বলেন, সিনড 'কোন রাজনৈতিক সমাবেশ নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মার একটি সমাবেশ; এটি কোন বিভক্তিকৃত সংসদ নয় কিন্তু অনুগ্রহ ও মিলনের একটি স্থান। তাই, আসুন, আমরা নিজেদেরকে পবিত্র আত্মার কাছে উন্মুক্ত করি, যাতে করে তাঁর সাথে বিশ্বাস ও আনন্দ নিয়ে পথ চলতে পারি।

পবিত্র আত্মার সহায়তা নিয়ে সিনড চলছে। গত মঙ্গলবার (১০ অক্টোবর) ড. পাউলো রুফিনি, ভাতিকানের যোগাযোগ বিষয়ক দপ্তরের প্রিফেক্ট সিনড বিষয়ক হালনাগাদকরণে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে, সিনডে অংশগ্রহণকারীদের দলীয় আলোচনা ও কাজের পরে আমেরিকান কার্ডিনাল নেওয়ার্কের আর্চবিশপ যোসেফ ইউলিয়াম তোবিন বলেন, কাথলিক মণ্ডলীর সত্যিকার সৌন্দর্য স্পষ্ট হয় যখন মণ্ডলীর দ্বারগুলো জনগণকে অভ্যর্থনা করতে উন্মুক্ত থাকে। আমরা আশা করি সিনড এ দ্বার আরো বেশি কওে উন্মুক্ত করতে সহায়তা করবে॥

- তথ্যসূত্র : *news.va*

## আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন

আমি জ্যোৎস্না রোজারিও, স্বামী আন্তনী রোজারিও, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর জয়রামবের গ্রামের একজন খ্রিস্টভক্ত। আমার তিন ছেলে, তিন ছেলেই আলাদা তারা অল্প বেতনে চাকুরী করে অনেক কষ্টে নিজেরাই নিজেদের সংসার চালায়।

আমি গত আগস্ট মাসে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ করে বুকে ব্যথা অনুভব করি এবং খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি, হাসপাতালে যাওয়ার পর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর হার্টের সমস্যা ধরা পড়ে, এবং তিনটা হার্ট ব্লক, এক সপ্তাহ হাসপাতালে ভর্তির পর একটা রিং বসানো হয় রিং বসানোর পর সাত আট মাস সুস্থ ছিলাম, হঠাৎ করে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ি বুকে ব্যথা হয় সাথে শরীরে পানি আসে। ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল রিংটা বন্ধ হয়ে গেছে, রিং আবার বসাতে হবে, রিংটা বসাতে ১,৫০,০০০/- টাকা লাগবে, যা আমার ও আমার ছেলেদের কাছে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই নিরুপায় হয়ে আমার সুস্থতার জন্য আমি আপনাদের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছি। আপনারা আমার চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে আমি আপনাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

**সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা**

**সুজিত এফ রোজারিও**
বিকাশ নাম্বার: ০১৭২০০১২০০৮
ডাচ্ বাংলা ব্যাংক একাউন্ট :1151050032243
মিরপুর-১ ব্রাঞ্চ, ঢাকা-১২১৬

**পাল-পুরোহিত**
**ফাদার আলবিন গমেজ**
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী
ফোন: ০১৭১৫০৪১৪৭৮

# বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন

**হিলারিউস মুরমু** ▯ হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী'তে ৫ অক্টোবর 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়। শিক্ষকদের প্রতি বিশেষ সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণভাবে উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিক্ষার্থীরা এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেব উপস্থিত থাকার কথা ছিল সম্মানিত শিক্ষক ড. শরমিন ফেরদৌস চৌধুরী, আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব হ্যাপী কুমার দাস, সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানের প্রথমেই ছিল জাতীয় সংগীত, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বিশেষ কেক কাটা। তারপর শিক্ষার্থীরা সকল শিক্ষকদের ফুলের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। অনুষ্ঠানের প্রথমেই ছিল স্বাগত বক্তব্য, অনুভূতি প্রকাশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শিক্ষকদের চরিত্রায়ন অভিনয়। অনুষ্ঠানের শেষে সকল শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের ক্ষুদ্র ভালোবাসা প্রকাশপূর্বক "বিশ্ব শিক্ষক দিবস" অনুষ্ঠানটি'র সমাপ্ত হয়।

হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী ৫ অক্টোবর, রোজ বৃহস্পতিবার "বিশ্ব শিক্ষক দিবস" এর দিনে নিজস্ব ভবনের ৪র্থ তলায় নিজস্ব গ্রন্থাগারের (লাইব্রেরি) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়॥

# মুক্তিদাতা হাই স্কুলে শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন

**ব্রাদার রঞ্জন লূক পিউরীফিকেশন** ▯ "শিক্ষার জন্য আমাদের সেই শিক্ষক প্রয়োজন, যারা বিশ্বব্যাপি সুশিক্ষকের ঘাটতি পূরণ করবে।" এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ৫ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ মুক্তিদাতা হাই স্কুল, বাগানপাড়া, রাজশাহী-এর আয়োজনে বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৩ পালন করে হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ, মুক্তিদাতা হাই স্কুল, ফাদার প্যাট্রিক গমেজ এবং সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন লূক পিউরিফিকেশন সিএসসি।

দিবসের প্রারম্ভে ফাদার প্যাট্রিক গমেজ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশে মূলসুরের উপর একটি বিশেষ সেশন পরিচালনা করেন। অতপর সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থীসহ হল রুমে প্রবেশ করলে উদ্বোধনী নৃত্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অতিথি, প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকবৃন্দকে আসন গ্রহণ, ফুলের তোড়া, উত্তরীয় এবং ব্যাজ পরিয়ে বরণ করে নেয়। উদ্বোধনী বক্তব্যে মনিকা ঘরামী সকলকে শিক্ষক দিবসের উষ্ণ শুভেচ্ছা জানান। তিনি তার বক্তব্যে বলেন যে, শিক্ষকরা হলেন সমাজের বিবেক স্বরূপ। তারা সমাজের নেতৃত্ব প্রদান করেন। শিক্ষক দিবসকে কেন্দ্র করে পতিপাদ্য বিষয়ের উপর সবিতা মারান্ডী এবং শিক্ষক দিবসের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে মো. রফিকুল ইসলাম ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশে সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। এছাড়াও ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, ফাদার প্যাট্রিক গমেজ এবং প্রধান শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। শিক্ষকতা হচ্ছে আদর্শ মানুষ গড়ার একটি নিরন্তর সাধনা। পরে শ্রেণী অনুসারে ৬টি দেয়ালিকার শুভ উদ্বোধন, সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার উদ্দেশে মানপত্র পাঠ, সম্মাননা স্মারক প্রদান, বিশেষ উপহার প্রদান ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। পরিশেষে ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সমাপনী বক্তব্য প্রদানসহ সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দিনের কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

# সেন্ট লুইস স্কুলে সকল শিক্ষকদের জন্মদিন উদ্‌যাপন

**সিস্টার শিবলী পিউরীফিকেশনু** ▯ গত ৪ অক্টোবর সেন্ট লুইস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার ছন্দা রোজারিও এর জন্মদিন পালনের সাথে অত্র স্কুলের এসএমসি সভাপতি, সকল শিক্ষকদের ও কর্মচারীদের জন্মদিন পালন করা হয়। প্রথমে সিস্টার ছন্দা রোজারিও, ফাদার হেনরী পালমা, সকল শিক্ষক ও স্টাফদের মঞ্চে আসন গ্রহণ করানো হয় ও এরপর ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। প্রত্যেকের জন্যই টেবিলে আলাদা আলাদা কেক ও মোমবাতি রাখা হয়। সবাই একসঙ্গে জন্মদিনের মোমবাতি নেভায় এবং কেক কেটে একে অপরকে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। এই সময় সকল ছাত্রছাত্রীরা একসাথে জন্মদিনের গান করে আনন্দ প্রকাশ করে। সিস্টার ছন্দা রোজারিও তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে

বলেন,''জন্মদিন পালন করা মানেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর দিন।" বিদ্যালয়ের দুইজন সহকারী শিক্ষক অনুভূতি প্রকাশ করেন। এই আয়োজনের জন্য তারা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। অনুষ্ঠান শেষে সকল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জন্মদিনের কেক বিতরন করা হয়॥

## সেন্ট লুইস স্কুলের ছাত্রীদের জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার অর্জন

গত ৪ অক্টোবর সেন্ট লুইস স্কুলে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্তি শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

''জাতীয় শিশু কিশোর মেলা-২০২৩" প্রথমে জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত হয়ে, গত ৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচিত শিশু কিশোরদের নিয়ে বিভিন্ন নির্ধারিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ঢাকা ফার্মগেটস্থ তেজগাঁও কলেজে সকাল ১০টায় চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ঐশি সরকার চিত্রাংকন প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অধিকার করে ও অভিনয়ে দ্বিতীয় স্থান আধিকার করে সুরভী সরেন। বিগত ৩০ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টায়, গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সামাধি কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

তাদের এই সাফল্য অর্জনে সেন্ট লুইস স্কুলের সকলে আনন্দিত এবং অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার ছন্দা রোজারিও সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্মুখে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করেন॥

## নলুয়াকুঁড়ি ধর্মপল্লীতে যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন

**সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এসএসএমআই** ▯ ১৩-০৯-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ নলুয়াকুঁড়ি ধর্মপল্লীতে ফাদার জোভান্নী গারগান এসএক্স এর ২৫ বছরের যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী পালন করা হয়। খ্রিস্টযাগে এ পৌরহিত্য করেন ফাদার জোভান্নী গারগান, সহযোগিতায় ছিলেন ফাদার বেঞ্জামিন গমেজ এসএক্স ও ফাদার সুনির্মল মৃ। খ্রিস্টযাগের শুরুতে ফাদারের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন বিজয় চিসিম। অতঃপর শোভাযাত্রা ও নাচের মাধ্যমে খ্রিস্টযাগের মূল অংশ শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, ফাদার ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে

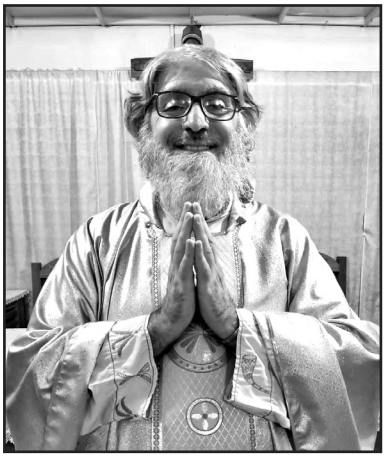

*ফাদার জোভান্নী গারগান এসএক্স*

বাংলাদেশে আসেন সুদূর ইতালী থেকে। এরপর পর্যায়ক্রমে বাংলার বুকে বিভিন্ন জায়গায় পালকীয় কাজে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলেন। ফাদারের আন্তরিকতা, মানুষকে নিজের করে ভাবা, বাংলার ভাষাকে লালন সত্যি অতুলনীয়। খ্রিস্টযাগ শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, যেখানে ধর্মপল্লীবাসী এবং অন্যান্য এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, গারো সংস্কৃতি অনুযায়ী ফাদারকে, ফাদার হাউজের সামনে থেকে কীর্তন করে গির্জা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত নিয়ে আসা হয় ও পা ধোয়ানো এবং খুতুপ পরানো হয়, সেসাথে মাল্য প্রদান করা হয়। পরিশেষে দুপুরের আহার এর মধ্যদিয়ে জুবিলী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়॥

## এসএসভিপি তেজগাঁও হলি রোজারি কনফারেন্স

**চয়ন এস রোজারিও** ▯ "ভিনসেন্ট ডি' পল" এর পার্বণ উপলক্ষে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বুধবার বিকেল ৪:০০ টায় তেজগাঁও হলি রোজারি কনফারেন্স পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে ৫০ টি পরিবার যারা অসহায়, দুস্থ, দীন-দরিদ্র তাদের মাঝে ৫০,০০০/- নগদ বিতরণ করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পাল-পুরহিত সুব্রত বনিফাস গোমেজ। উল্লেখ্য, বিগত সেপ্টেম্বর'২৩ মাসে ৪টি শনিবার ও রবিবারে খ্রিস্টযাগের পর ভিনসেনসিয়ানগন গোপন দানবক্সের মাধ্যমে দান সংগ্রহ করে অসহায়, দুস্থ, দীন-দরিদ্রদের উক্ত অর্থ বিতরণ করেন। এই উদার দানে যারা আমাদের পাশে থেকে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তেজগাঁও হলি রোজারি কনফারেন্স তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন, অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন "ভিনসেন্ট ডি' পল" তেজগাঁও হলি রোজারি কনফারেন্স এর সেক্রেটারী চয়ন এস রোজারিও॥

# ওয়ার্কশপ ফর দি সিস্টার্স এন্ড ইয়োথ

**অর্ণা ম্যাগডেলিন কস্তা** ▯ গত ৭-৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে "Awareness Rising Against Human Trafficking" এ মূলসুরের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের ৮ টি ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত ১৯ জন যুবক- যুবতী এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ১৮ জন সিস্টার সহ মোট ৩৭ জনকে নিয়ে তালিথা কুম, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক সাভারে বিসি আর সেন্টারে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। যার মূল উদ্দেশ্য ছিলো মানব পাচার বন্ধ এবং মানব পাচার সম্পর্কে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষকে সতর্ক করা।

৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সন্ধ্যার প্রার্থনার মধ্যদিয়ে তালিথা কুম বাংলাদেশ সিস্টার এবং যুবক-যুবতীদের নিয়ে ওয়ার্কশপ এর শুভ সূচনা হয় এবং সান্ধ্য ভোজের পর সিস্টার যোসেফিন রোজারিও এসএসএমআই সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে প্রোগ্রাম বিষয়ক দিক নির্দেশনা জানানোর পর, পরিচিতি পর্ব শেষ করে দিনের সমাপ্তী ঘোষণা করা হয়।

৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সকালের ১ম অধিবেশনে জ্যোতি গমেজ, বাংলাদেশ মানব পাচার বিষয়ে তথ্য নির্ভর বক্তব্য রাখেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন এ ফাদার লিটন হিউমার গমেজ (সিএসসি), তালিথা কুম বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা মানব পাচার, এর ভয়াবহতা ও ভবিষ্যতে সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর সিস্টার যোসেফিন রোজারিও এসএসএমআই, কোঅরডিনেটর, তালিথা কুম বাংলাদেশ এর যাত্রার সূচনা প্রসংগে সহভাগিতা করেন।

বিকালের অধিবেশনে সিস্টার জিতা রেমা এসএসএমআই মানব পাচারকৃত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা বিষয়ে তার দূর্বিষহ অভিজ্ঞতা উপস্থিত সকলের সাথে সহভাগিতা করেন।

রাতের অধিবেশনে International and Asian co-ordinators সিস্টার অ্যাবি ও সিস্টার পাওলা অনলাইনে যুবাদের ও সিস্টারগণদের সাথে তালিথা কুম বাংলাদেশ কে নিয়ে অনুভূতি সহভাগিতা করেন।

৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রাতঃ কালীন প্রার্থনা শেষে লিটন রোজারিও, মানব পাচার বিষয়ে রোহিঙ্গাদের মাঝে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা সহ এডভুকাসি বিষয়ক সহভাগিতা উপস্থাপন করেন।

ঐ দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ফাদারপাওলো (পিমে) তার প্রোরিতিক কাজের জীবন সহভাগিতা করেন।

সবার আলোচনার ভিত্তিতে সিস্টারগণ ও যুবক-যুবতীগণ আলাদা আলাদা বসে এক বৎসরের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিশেষে ফাদার পাওলো পিমের খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ওয়ার্কশপের শুভ সমাপ্তি ঘটে॥

# হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে জপমালার রাণী মারীয়ার পর্ব উদ্‌যাপন

**সজল বালা** ▯ ৬ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে আধ্যাত্মিক ও ভাবগাম্ভীর্যময় পরিবেশের মধ্যদিয়ে জপমালার রাণী মারীয়ার পর্ব উদযাপন করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন কার্ডিনাল পাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি। সহার্পিত খ্রিস্টযাগে ১০ জন ফাদার উপস্থিত ছিলেন।

শোভাযাত্রার মাধ্যমে খ্রিস্টযাগ আরম্ভ হয়। সহভাগিতায় কার্ডিনাল পাট্রিক ডি' রোজারিও বলেন, "আজ আমরা জপমালা রাণীর পর্ব পালন করছি এবং সাথে সাথে এই ধর্মপল্লীর পর্ব পালন করছি। আর একটি বিষয় তুলে ধরতে চাই, জপমালার রাণী কুমারী মারীয়া, যিনি 'সীনড বিশিষ্ট' মণ্ডলীর রাণী, মণ্ডলীর জননী।" তিনি তার সহভাগিতায় বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, রোমে চলমান সীনড এর ব্যাপারে। তিনি আরও বলেন, এই ধর্মপল্লীর সন্তান আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী যিনি প্রথম বাঙ্গালী বিশপ হিসেবে অভিষিক্ত হন। সাধু শ্রেণীভুক্তকরণে পরবর্তী ধাপ 'পূজনীয়' হওয়ার জন্য অনেক বেশি প্রার্থনার আহ্বান জানান।

খ্রিস্টযাগের শেষে ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ উপস্থিত সবাইকে পর্বীয় শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিশেষভাবে, বিগত ৯ দিন নভেনায় এবং পর্বদিনে যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। এরপর পর্বীয় আশীর্বাদিত বিস্কুট প্রদান করা হয়।

পর্বীয় দু'টি খ্রিস্টযাগই উৎসর্গ করেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। প্রথমটি সকাল ৭টায় এবং দ্বিতীয়টি সকাল নয়টায়। বৈরি আবহাওয়া সত্ত্বেও দু'টি খ্রিস্টযাগে প্রায় দু'হাজার খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত হন। এছাড়াও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সরাসরি অনলাইন সম্প্রচারে দেশ-দেশের অনেকেই পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অংশ নেন॥

# সিলেট ধর্মপ্রদেশে ১২তম পালকীয় সম্মেলন এবং আমাদের প্রত্যাশা

**ফেলিকস আশাক্রা** ▯ বিগত ২১-২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সিলেট পরগনা বিশপ ভবনে "সিনোডালিটি এক সাথে পথ চলা" শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিশেষ লক্ষ্যণীয় ও আশার দিক হলো বেশি সংখ্যক উদীয়মান যুব সমাজের সতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। যা নতুন ভাবে মণ্ডলীতে একসাথে পথ চলার বিশেষ শক্তি ও সাহস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বিশপ মহোদয় বলেন, "সম্মেলনে আলোচনা করেই যেন থেমে না যায়। কার্যত নিজ নিজ ধর্মপল্লীতে, সমাজে ও পরিবারে তা কার্যকর করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ফাদার জেমস শ্যামল সিএসসি বলেন "একসাথে পথচলায় বিশেষ ভাবে সমাজ ও মণ্ডলীতে যোগাযোগের মাধ্যমকে আরও জোড়দার করতে হবে। সামাজিক গঠন ও যোগাযোগের মাধ্যমকে লক্ষ্যরেখেই কয়েকটি সমজাকে টারগেট করে এক বছরের জন্য পাইলট প্রজেক্ট তৈরি করা হয়েছে। তবে নতুন করে একসাথে পথ চলার পরিবেশ তৈরি হবে বলেই আমাদের প্রত্যাশা॥

# ঢাকা খ্রিস্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘের
## ৪২তম প্রতিভার অন্বেষণ

**সূধী,**

ঢাকা খ্রিস্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ঢাকা খ্রিস্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘ আগামী **২০ অক্টোবর হতে ২৪ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ ৫** (পাঁচ) দিন ব্যাপী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে, **৪২তম প্রতিভার অন্বেষণ**। আপনাদের উপস্থিতিতে ও প্রতিযোগিদের অংশগ্রহণে আমাদের এই আয়োজন হয়ে উঠুক সফল ও স্বার্থক।

আপনাদের সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য অজস্র ধন্যবাদ এবং সকলের প্রতি রইল **৪২তম প্রতিভার অন্বেষণের** নিবিড় নিমন্ত্রণ।

ধন্যবাদান্তে

**অর্ণব ক্লেমেন্ট রোজারিও**
সভাপতি
ঢাঃ খ্রিঃ ছাঃ কঃ সঃ
মোবাইল: ০১৭৮৮৬৮১৭৩৩

**জর্জ প্লাবন রোজারিও**
সাধারণ সম্পাদক
ঢাঃ খ্রিঃ ছাঃ কঃ সঃ
মোবাইল: ০১৫৬৭৮৬০৭৬৮

### এক নজরে প্রতিভার অন্বেষণ

**অনুষ্ঠিত হবে :** ২০- ২৪ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

### প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ ও তারিখ

**২০ অক্টোবর' ২৩ শুক্রবার**

**সকাল** ঃ উদ্বোধনী ও আবৃত্তি
**বিকাল** ঃ ছড়াগান ও দেশাত্ববোধক গান

**২১ অক্টোবর' ২৩ শনিবার**

**সকাল** ঃ গল্প বলা, ধারাবাহিক গল্প বলা, নির্ধারিত বক্তৃতা ও উপস্থিত বক্তৃতা
**বিকাল** ঃ রবীন্দ্র সংগীত, আধুনিক গান ও গীটার সঙ্গীত

**২২ অক্টোবর' ২৩ রবিবার**

**সকাল** ঃ একক অভিনয়, সাধারণ জ্ঞান, দেওয়াল পত্রিকা ও ফটোগ্রাফি
**বিকাল** ঃ যন্ত্রসংগীত, জারিগান, নজরুল সংগীত, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও লোকগীতি

**২৩ অক্টোবর' ২৩ সোমবার**

**সকাল** ঃ চিত্রাঙ্কন
**বিকাল** ঃ সাধারণ নৃত্য, উচ্চাঙ্গ নৃত্য ও দলীয় নৃত্য

**২৪ অক্টোবর' ২৩ মঙ্গলবার**

**বিকাল** ঃ ফলাফল ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণী।

**৪২তম প্রতিভার অন্বেষণ উপলক্ষে এবার থাকছে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা।**
**প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে ঃ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা।**

**প্রোগ্রাম শীট না পেয়ে থাকলে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের ফেসবুক পেইজে এবং অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের জন্য পাশের QR টি স্ক্যান করুন।**

**ঢাকার বাহিরে থেকে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রতিযোগী - প্রতিযোগিনীরা অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।**

### যোগাযোগের ঠিকানা

ঢাকা খ্রিস্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘ
চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (৪র্থ তলা) ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
ই-মেইল: dccks.50@gmail.com
facebook.com/dhakachristianchattrakallyansangha50

**অর্ণব ক্লেমেন্ট রোজারিও**
সভাপতি
মোবা: ০১৭৮৮৬৮১৭৩৩
**আলফ্রেড সজল গমেজ**
সহ-সভাপতি
মোবা: ০১৮৩০৫০২৪০১
**জর্জ প্লাবণ রোজারিও**
সাধারণ সম্পাদক
মোবা: ০১৫৬৭৮৬০৭৬৮
**লরেন্স ফ্রান্সিস গমেজ**
কোষাধ্যক্ষ
মোবা: ০১৬২৭৮১০০২২
**স্যামসন সানি**
শিক্ষা সম্পাদক
মোবা: ০১৮৩২০৯২১৩১
**ম্যাক্সিলিন ক্যাথরিন গমেজ**
সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা
মোবা: ০১৬১৯২৯৫০০০
**মার্ক দীপ গমেজ**
মনোনীত সদস্য
মোবা: ০১৮১২৬৭৩১০৩
**পিয়াল রোজারিও**
মনোনীত সদস্য
মোবা: ০১৮২৩০২২৫৯৫

বিজ্ঞ/৩১৪/২৩

পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা

## এসো দেখে যাও — COME AND SEE

পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রথম সাধু

### মণ্ডলীতে সেবা কাজের জন্য অনেক ব্রতধারী ব্রাদার প্রয়োজন

### তুমি কি পবিত্র ক্রুশ (Holy Cross) সংঘের একজন ব্রাদার হয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় ব্রতী হতে আগ্রহী?

তোমরা যারা এ বছর এইচএসসি (HSC) বা এর উর্ধ্বে পরীক্ষা সমাপ্ত করেছ, তোমাদের জন্য আমরা পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার সমাজ "এসো দেখে যাও" (Come and See) প্রোগ্রামের আয়োজন করতে যাচ্ছি এ কোর্সে যোগদানে আগ্রহী ভাইদের স্বাগতম জানাই এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি ।

**- : যোগাযোগের ঠিকানা :-**

**আহ্বান পরিচালক**
**ব্রাদার শোভন ভিক্টর কস্তা, সিএসসি**
পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহ
১৬, মুনির হোসেন লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৬৩৩৮০৬১৮০,০১৬১৬০৪২৩১৯

বিজ্ঞ/৩১৫/২৩

## এপিসকপাল যুব কমিশনের ২৫ বছরের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন

পরম করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী ১০ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ হতে ১১ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এপিসকপাল যুব কমিশন ২৫ বছরের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। এই উপলক্ষে কাথলিক যুব সেবাদল এবং এপিসকপাল যুব কমিশনের জাতীয় অফিসের প্রাক্তন সকল স্টাফবৃন্দ এপিসকপাল যুব কমিশনের ২৫ বছরের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে আগামী ১১ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে নিমন্ত্রিত। সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য। উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এর জন্য নিম্নলিখিত মোবাইল নম্বর অথবা ই-মেইলে যোগাযোগের লক্ষে অনুরোধ করা হল ।

ঠিকানা: ২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
০১৭৪৩৪৫২৮০০
০১৬৪০৭৩৮১৮৫
০১৭৮০৪৪৬২৬৪

ই-মেইল:
ecyouth2018@gmail.com
ec_y2009@yahoo.com

বিজ্ঞ/৩১৫/২৩

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ৩৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 37
Regd. No. DA-33
❖ 15 - 21 October, 2023, ৩০ আশ্বিন - ৫ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

# সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

## আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

| | | | |
|---|---|---|---|
| শেষ কভার (চার রঙ) | ৫০,০০০ টাকা | ৫৫৫ ইউরো বুক্ড | ৭২০ ইউএস ডলার |
| প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ৪০,০০০ টাকা | ৪৪৫ ইউরো বুক্ড | ৫৮০ ইউএস ডলার |
| শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ৪০,০০০ টাকা | ৪৪৫ ইউরো | ৫৮০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ২৫,০০০ টাকা | ২৮০ ইউরো | ৩৬০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ১৫,০০০ টাকা | ১৭০ ইউরো | ২২০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ১২,০০০ টাকা | ১৩৫ ইউরো | ১৮০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ৭,০০০ টাকা | ৮০ ইউরো | ১০০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো) | ৪,০০০ টাকা | ৪৫ ইউরো | ৬০ ইউএস ডলার |
| সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ২০,০০০ টাকা | ২২৫ ইউরো | ২৯০ ইউএস ডলার |
| সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ২০,০০০ টাকা | ২২৫ ইউরো | ২৯০ ইউএস ডলার |

*আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।*

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।
বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : **01798-513042,** E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org